সাধ ও সাধনা



শ্রীপরেশ নাথ মুখোপাধ্যায়

অগ্রহায়ণ-
১৩৭৮

মুদ্রাকর :
শ্রীসুশীল কুমার সাহা
বেঙ্গল ন্যাশনাল প্রেস
১৫৩, বেলেঘাটা মেইন রোড,
কলিকাতা-১০

মূল্য ৩·৫০

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী পুস্তকালয়ে
শ্রদ্ধার সহিত অর্পিত হইল।
শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়
৩০.১.৭০

সাধ ও সাধনা

শ্রীপরেশ নাথ মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

এ গুলি আমার বৃদ্ধ বয়সের রচনা। সাধ ও সাধনার প্রতীক। কতক গানের আকারে লেখা। গেয়ে প্রাণের কথা জানাই।

পরেশ

গ্রন্থারম্ভ

" ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব ॥ "

উৎসর্গ

যিনি এ সব ভাবের প্রেরণা যোগাইয়াছেন
তাঁহারই শ্রীচরণে।

সাধ ও সাধনা

সূচী

সাধ ও সাধনা

প্রকাশক

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় মুখোপাধ্যায়
৬০/৭এ, মহারাজা ঠাকুর রোড, ঢাকুরিয়া,
কলিকাতা-৩১

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় মুখোপাধ্যায়
৬০/৭এ, মহারাজা ঠাকুর রোড, ঢাকুরিয়া,
কলিকাতা-৩১

(প্রাপ্ত অর্থ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর সেবার্থে উৎসৃষ্ট)



শ্রীপরেশ নাথ মুখোপাধ্যায়

সাধ ও সাধনা

(১)

আমার আকুতি জানাই
বিশ্বপতি।
আমারে দিও প্রভু
শুভগতি।

এ ভবে যতদিন
রহে এ প্রাণ দীন,
থাকিতে পদে লীন
দিও শকতি।
সাধনা কিছু নাই
অবসর নাহি পাই,
জানাতে নারি তাই
ভকতি প্রীতি।

ভাল যে বাস মোরে
সে কথা মনে করে',
নয়নে বারি ঝরে
জানাই নতি।
ভরিয়া দিও প্রাণে
তোমারি গুণ গানে,
রেখহে শ্রীচরণে
আনন্দে নিতি।

তোমারে জানাই প্রভু
এই আকুতি ॥

(২)

প্রভু যেদিন আস্‌বে সেদিন
আলোয় আলো সব,
তোমায় প্রাণে সকল খানে
করব অনুভব।

দূরে যাবে সকল সংশয়,
ঘুচ্‌বে মনের মোর যত ভয়,
হেরব হিয়ায় তোমারি জয়
পরম উৎসব ;
তোমায় আমি প্রাণে প্রাণে
করব অনুভব।

বাজ্‌বে তখন কী এক নূতন
হৃদয় বীণায় সুর,
মোর যত গান ফিরে পাবে প্রাণ
নবীন সুমধুর।

সে সুর প্রভু তোমার পানে
চলবে ধেয়ে প্রেমের টানে,
মিশ্‌বে কোথায় কেবা জানে
হারিয়ে কণ্ঠরব ;
আনন্দের বান বইবে প্রাণে
ছাপিয়ে অনুভব ॥

(৩)

প্রভু সর্ব্বরূপে আছ তুমি তবু
পাইনা কেন হে দেখিতে,
আছ সর্ব্ব ভাবে তবুত হৃদয়ে
পারিনা ধরিয়া রাখিতে।

দেখি সর্ব্ব জীব হেরিনাতো শিব,
জীবন ভরিয়া জমিছে অ-শিব,
তোমার মায়াতে রেখেছ ভুলায়ে,
ফেলেছ বিষম ফাঁকিতে।

সাগরে উপরে নাচে ঢেউ কত,
নীচে শান্ত নীরে রত্ন রয় শত,
মন যে আমার অশান্ত সতত,
(তাই) তোমারে না পাই হেরিতে।

যে দেখে সে জানে তুমি মধ্যমণি,
উজ্জল করিয়া আছ বিশ্ব খানি,
কেন ঘুরে মরি পথের ভিখারী-
তুমি মণি মোর থাকিতে ॥

(৪)

তুমি আছ প্রাণে নীরবে গোপনে
সে কথাত আমি জানি,
অধমের লাগি সদা আছ জাগি
জানি তাও প্রভু মানি।

তবু মৃত্যুভয়ে কাঁপে কেন বুক,
সদা সংশয়ে করে ধুক্ ধুক্,
আছ কি আছনা মনে নাহি সুখ,
কী জ্বালা দিয়াছ হানি'।

সম্বল মোর নাই আঁখি জল,
নাই জপতপ পূজায় ফুল ফল,
স্মরণ মনন পারিহে কেবল
ভাবিতে চরণ খানি।

তুমি থাক প্রাণে আছ সবখানে,
পরেশের লাভ কিবা এত জেনে,
যদি নাহি দেখা দিলে এ অধীনে
চরণে নিলে না টানি'॥

(৫)

প্রভু
কণ্ঠে আমার দিলে তোমার
গানের প্রসাদী মালা,
আমার জীবন ধন্য হ'ল
আঁধার হ'ল আলা।

এতদিন হায় চক্ষু বুজে
তোমায় আমি ম'লেম খুঁজে,
রইনু কেবল আশায় মজে
সইনু শত জ্বালা।

জানি নাই যে এত কাছে
ছিলে তোমার গানের মাঝে,
আজ গান-সায়রে বান এল যে
ভাসিয়ে দিলাম ভেলা।

ডুবাও আমায় তোমার সুরে,
হৃদ্‌-আসনে বস জুড়ে
পরেশ তোমার হাতটী ধরে
খেলবে গানের খেলা।

(৬)

আমার জীবন ভরিয়া কত কৃপা তুমি
করেছ হে দয়াময়।
আমি কিছু করি নাই সেবা করি নাই
জীবন করেছি অপচয়॥

দিলে হাত পূজাপুষ্প-চয়নে
পদ যেতে তব মন্দির প্রাঙ্গনে,
শ্রবণ শুনিতে তব গুণ-গানে,
দরশনে আঁখি-দ্বয়।
কণ্ঠ গাহিতে তব পুণ্যনাম,
শির দিলে তোমায় করিতে প্রণাম,
বুদ্ধি দিলে তোমায় করিতে সন্ধান
রিপুরে করিতে জয়।
আমি কিছু করি নাই কিছু করি নাই
জীবন করেছি ক্ষয়।

আমি চাহিনি তোমায় চাহিয়াছি মান,
না পেলে করেছি কত অভিমান,
কপালে জুটেছে যত অপমান
জঞ্জাল সমুদয়।

[পঃ পৃঃ দ্রঃ]

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

সাধু বলে যত আত্ম-প্রতারণা,
করেছি, পাইনি প্রাণে সান্ত্বনা,
পদে পদে পুনঃ পেয়েছি লাঞ্ছনা
দিয়া মিথ্যা পরিচয়।
আমি কিছু বুঝি নাই তোমা ডাকি নাই
হারায়েছি সঞ্চয়॥

জমিয়াছে আজ শত শত ফাঁকি,
যত গোপনতা যত ঢাকাঢাকি;
ফাঁকি দিয়া কিছু পাওয়া যায় নাকি?
নহে নহে কভু নয়।
আজ ফুরায়েছে খেলা ফুরাইছে দিন
দীন-নাথ কবে আসিবে সুদিন,
আর করো না পরেশে তব কৃপাহীন
চরণে কর হে লয়।
আমি যাহা করি নাই সেবা করি নাই
যেন তা পূর্ণ হয়॥

(৭)

শাওনে বারি ঝুরু পড়িছে ঝরিয়া
আছি এ গৃহ-কোণে মরমে মরিয়া।

কাজল মেঘ ধায় পরাণ উড়ে যায়,
শ্যামল মহিমায় খুঁজিয়া মরি তায়,
বিজুরী চমকায় এ চিত থমকায়
নয়নে ব'য়ে যায় দুখের দরিয়া।

নীরব গৃহকোণে ভাবিতে লাগে ভালো,
আঁধার চারিধারে আধ-আধ আলো,
মেঘের কোলে ধায় মনের যত কালো
ঢালিতে মনোব্যথা উজাড় করিয়া।

শাওনে বরিষণে বিষাদ ভরা মনে
এ কথা শুধু ভাবি বসিয়া নিরজনে,
ঘুচিবে প্রভু কবে বিরহ তব সনে
পরেশে বুকে নিবে প্রেমেতে ধরিয়া।

(৮)

হায়রে আমার প্রাণের কলি ফুট্‌ল না;
আমার গানে সুরের সুবাস ছুট্‌ল না।

রইনু পড়ে পাতার তলায়
দিন কেটে যায় ছায়ায় ছায়ায়
কোথায় আলো কোথায় আকাশ
তন্দ্রা আমার টুট্‌ল না।

আমার প্রাণের মধুর বিলাস
শুকিয়ে গেল অন্তরে
এ দুখের বোঝা নামাই কোথা
কেমনে বুঝাই মন তোরে।

কোথায় আলো কোথায় আলো
আমার যে হায় দিন ফুরালো
জীবন আমার বৃথায় গেল
কোনও কাজেই লাগ্‌ল না।
হায়রে আমার প্রাণের আশা মিট্‌ল না।

(৯)

আমি আজ হতাশায় গেয়ে যাই,
আশা নাই ভাষা নাই–নাই নাই কিছু নাই
বেদনার বাঁশরী বাজাই।

দিন যে ফুরায়ে এল, নিভিয়া আসিছে আলো,
ক্লান্ত পথিক আমি, কোথা যাব সবারে শুধাই,
আশা নাই ভাষা নাই-নাই নাই কিছু নাই
কোথা পথ ভেবে মরি তাই ॥

প্রভাতে আলোর সনে ফুটেছিল একটি মুকুল
কার টানে ভেসে গেল আজও তাহা পেল নাকো কূল।
নিভৃত প্রাণের সুর আমা ছেড়ে গেছে দূর
বীণাটী রয়েছে পড়ে তার নাই বুকে তার নাই,
আশা নাই ভাষা নাই-নাই নাই কিছু নাই
কী যে করি ভেবে নাহি পাই ॥

একদিন ছিল গান নয়নেতে আছিল স্বপন
এল যবে মোর দ্বারে ফিরায়ে দিয়াছি তারে করিনি যতন।
এখন সাঁঝের বেলা ফুরায়ে গিয়াছে খেলা
কি আশায় কি যে খুঁজি, বৃথা ঘুরে আর লাভ নাই
আশা নাই ভাষা নাই-নাই নাই কিছু নাই
বেলা নাই যাই ফিরে যাই ॥

(১০)

প্রেম ভক্তি ডোরে বাঁধিব তোমারে
এই আশা ছিল মনে,
কিন্তু কোন্ ফাঁকে ফেলিয়া আমাকে
লুকায়েছ কোন্ খানে।

আমি তোমা চাই তাহা কি জাননা,
কেন কেঁদে মরি তাহা কি বুঝনা,
তবে কেন মোরে দিতেছ যাতনা
বেদনা দিতেছ প্রাণে।

হয়ত আমার বহু অপরাধ,
তারা সাধে মোর সাধিয়াছে বাদ,
তোমা' সনে কিন্তু ছিলনা বিবাদ
মানে কিম্বা অভিমানে।

কেমনে বুঝাব আমি নহি কবি,
শিল্পী নই কিসে আঁকিব হে ছবি,
কেমনে জানাই ব্যথা তোমায় ভাবি
তাই খুঁজে ফিরি গানে।

(পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)

তুলে যদি নাও এ বাঁশীটি মোর,
ভরে দাও তাহে প্রাণ-হরা সুর
তবে এ বেদনা করি কিছু দূর
বাঁশরীর তানে তানে।

তব গুণ গানে চাহিনা বিরাম,
প্রেম ভক্তি প্রাণে ঢালো অবিরাম
পরেশের প্রভু লওহে প্রণাম
তরাও এ অভাজনে ॥

(১১)

বাঁশীটি মোর কুড়িয়ে পেলাম
এই পথের ধারে,
খেলায় খেলায় তারে বাজাই
পথে প্রান্তরে।

ভেবেছিলাম সবার কাছে
পৌঁছে দিব যা মোর আছে,
প্রাণের ব্যথা মনের কথা
বাঁশরীর সুরে,
ধন্য হ'য়ে বাজবে গো তা'
সবার অন্তরে।

কিন্তু দেখি আমার গানে
সাড়া না দেয় কারও প্রাণে,
দেয় না ছোঁয়া; তুয়ার দে'য়া
সকল ঘরে;
আমি বৃথাই বাঁশী বাজাই
পথের 'পরে।

এই যে আমি বাজাই বাঁশী
শুনাই তোমায় একেলা বসি,
জানি প্রভু তুমি কভু
ফেলবে না মোরে;
তাই তু'খ নাই বাঁশী বাজাই
পথে প্রান্তরে॥

(১২)

মিছে ভবে আসা যাওয়া,
শুধু পেতে চাওয়া, চেয়ে নাহি পাওয়া,
ফিরে ফিরে ব্যথা পাওয়া।

যাহা কিছু চাই, চেয়ে নাহি পাই,
আর যাহা চাই, পেয়েও হারাই,
বেলাশেষে দেখি মিছে সব তাই
চাওয়া শুধু দু'খ চাওয়া।

কাঁদ্‌লে নাকি পায়, বলে সর্ব্বলোকে,
না চাহিতে পায়, এও দেখি চোখে,
পেয়ে, ঠেলে পায় ধনে জনে সুখে,
পথে পথে করে ধাওয়া।

তবু কেন চাই তাহাতো বুঝিনা,
কে চাওয়ায় মোরে তাহাও জানিনা,
প্রভু, তোমা বিনা কিছুই চাহিনা
শেষ কর চাওয়া পাওয়া।

(১৩)

(গজল)

প্রাণপাখী তুই সাঁঝ্-বেলাতে বাঁধ্‌লি একি সুর।
সন্ধ্যা বেলায় শেষের খেলায় মাত্‌ল কি মন তোর্।

আজ চৈতালী চাঁদ পাত্‌ল কি ফাঁদ,
তোরে ফাগুন দিল ফাঁকি,
তুই শুক্‌নো শাখায় রাখ্‌লি চরণ
মরিস্ কারে ডাকি।
তুই নেশার ঘোরে আধ্-আঁধারে ভাব্‌লি হ'ল ভোর!
আজ নিদ্রাপুরীর রাজকুমারী
কি উঠ্‌ল হঠাৎ জেগে,
আধো ঘুমঘোর তন্দ্রা-আতুর,
এই কাল বৈশাখীর আগে।
তুই দেখ্‌লি কি হায় সাঁঝের ছায়ায় আস্‌ছে মনোচোর।
তোর প্রাণ-প্রদীপের শেষ শিখার এ'
চোখ ধাঁধানো আলো,
তুই গাইলি গজল চোখের কাজল
হায়, ব্যথায় ধু'য়ে গেল!
তোর প্রাণের আশা ভাঙ্গ্‌ল-বাসা ভেঙ্গে হ'ল চুর।

মন আমার কয়, পরেশ তোর হায়
এ খেলা ভাঙ্গার সুর,
যে-জন ব্যথায় প্রলেপ বুলায়
সে আর কতদূর।

(১৪)

এ বিশ্ব-জগতে প্রভু নিজ হাতে
কত সুন্দর মতে গড়েছ,
যেখানে যা লাগে, কত অনুরাগে
অকৃপণ হাতে দিয়েছ।

রূপে-রসে-গন্ধে, ছন্দে ছন্দে
রচেছ সকলি পরমানন্দে,
সমান দরদে ভাল ও মন্দে
সুনিপুণ ভাবে করেছ।

মধু দিলে রেখে কুসুমের বুকে,
ক্ষুধা মিটাইতে ফল,
দিলে প্রাণ-আয়ু অফুরন্ত বায়ু
দিলে পিপাসায় জল।

এ বিশ্বে তোমার রচনা-সম্ভার
কত না রকম অপূর্ব্ব অপার,
সূক্ষ্ম ও স্থূল নিখুঁৎ-আকার
কি অদ্ভুত তব কৌশল।

তাই আঁখিনীরে এ জীবনের তীরে
বসে ভাবি আমি একা,
কত যে দিয়াছ আরও দিতেছ
নাই তার লেখা-জোখা।

দিলে ধনজন, দিলে দেহ গেহ,
আশা ভাষা গান সীমাহীন স্নেহ,
তবু হায় আজ সকলি বিস্বাদ
মনে হয় সব ফাঁকা।
সকলি দিয়াছ বটে কিন্তু প্রভু
আজও দাও নাই দেখা।

(১৫)

প্রভু একটু আলো
আমার আঁধার ঘরে জ্বালো।

আমি পোহাই দুখের নিশি
বারেক দাঁড়াও আসি,
বন্ধ ঘরের দুয়ার
উদার হাতে খোলো।

আমার শুষ্ক প্রাণে
ব্যথার সকল খানে,
আলোর পরশ-সুধা
ঢালো হে নাথ ঢালো।

আমি চরণ আলো ধরি
ভাসাই পারের তরী,
আমায় অকূল হ'তে টেনে
তোমার কূলে তোলো।

(১৬)

আমার মন ধন ফেলেছি ছড়ায়ে,
জানিনা কোথা যাব আপনা হারায়ে।

এ ভবে এনু একা ক্রমশঃ দিল দেখা
জীবন সাথী কত–মমতা প্রীতিমাখা,
গহন বনে যেন তরুরে লতিকা
রেখেছে বুকে পিঠে জড়ায়ে।

আমার শাখা কত হ'য়েছে প্রসারিত
দিকে দিকে তারা ফলিত মুকুলিত,
বিহগ কলরবে বনানী মুখরিত
রয়েছি সবারে নিয়ে দাঁড়ায়ে।

রোদে জল ঝড়ে পীড়িত করে মোরে
আমিত পারিনারে এ সবে যেতে ছেড়ে,
কেন যে পারিনাকো তাহাও বুঝি নারে
কাহারেও পারিনা দিতে সরায়ে।

কেন এ কাড়াকাড়ি স্নেহের বাড়াবাড়ি
কেন এ কাঁদা হাসি ক্ষুদ্র জীবন ভরি;
কেন এ মায়া ডোর ঘেরিয়া মন মোর
কেন যে আঁধার ঘোর কারা এ।

কে যেন মোরে ডাকে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
এরাতো ছাড়ে নাকো মায়াতে বেঁধে রাখে,
যদি বা ছুটে যাই-মন যে পড়ে থাকে
কেবলি আনে মোরে ফিরায়ে।

হারায়ে মনটারে এ ভবের বাজারে
ক্ষ্যাপার মত প্রাণ কেবলি ঘুরে মরে,
কবে যে কোথা হায় স্বধন পাব ফিরে
আর তো পারিনা নুড়ি কুড়ায়ে।

এবারে আমি চাই আপ্‌না ফিরে পাই
নির্জন গৃহকোনে নীরবে চলে যাই,
কোথায় তুমি প্রভু পরেশে দাও ঠাঁই
নাও হে আপনি বাহু বাড়ায়ে।

(১৭)

হারালাম বুঝি হারালাম।
আমি যার উদ্দেশে এলাম এই দেশে
হারায়ে বুঝি শেষেফেলিলাম।

সদা মনে ভয় সদা সংশয়
যে পথ ধরেছি বুঝি ঠিক নয়,
হায়রে কেবলি মনে সদা হয়
বুঝি ভুল পথে পা' বাড়ালাম।

এক পা বাড়াই আর ফিরে চাই
সম্মুখে চলিতে দিশা নাহি পাই,
চলি আর ভাবি সদা মনে তাই
দেখি কোথায় এসে দাঁড়ালাম।

প্রভু হে শুনেছি থাক সাথে সাথে
আবরিয়া রাখ পথে বা বিপথে,
তুমি কি রয়েছ ধরে মোর হাতে
কই, আজও নাহি বুঝিলাম।

যদি সত্যি সত্যি ধরিয়া থাকিতে
কত না ভরসা পাইতাম চিতে
নিশ্চয় এতদিনে ধরা মোরে দিতে
তব তরে এত কাঁদিলাম।

[পঃ পৃঃ দ্রঃ]

তাই মনে মনে ভয় অনুক্ষণ
হারালাম বুঝি সাধনার ধন,
একটুকু ভুলে হায়রে জীবন
চির তরে বিফল করিলাম।

সদা তাই বুক করে ধুক্ ধুক্
মনে নাই মোর বিন্দুমাত্র সুখ,
যে দিকেতে যাই হই যে বিমুখ
আশার আলো না হেরিলাম।
শুধু তোমায় খুঁজি ভয়ে মরি বুঝি
হারালাম প্রভু হারালাম।

(১৮)

মোর চিত চায় পায় তব পায়
মনতো চাহেনা তোমারে,
বুঝেও বুঝিনা এ কি বিড়ম্বনা
ভাসি আমি অকূল পাথারে।

দিবানিশি যায় বিষয় সেবায়
পরমার্থে ভুলায় মোহ ও মায়ায়,
স্বপনের ঘোরে বেলা কেটে যায়
ভুলে' বসে' আছি আমারে।

তুমি আছ আর আমি শুধু আছি
এত প্রাণে প্রাণে এত কাছাকাছি,
জানিয়া শুনিয়া আছি চক্ষু বুজি'
ঘুরিতেছি ভব মাঝারে।

লীলায় আছ তুমি, সবি তোমার লীলা
"আমি" ও "আমার" নিয়ে কর খেলা,
ক্ষান্ত হও প্রভু পরেশের বেলা
ডুবাও হে প্রেম-সায়রে।

(১৯)

ফুরায়ে এল দিন তোমারে ডাকি,
আসার আশায় পথ চেয়ে থাকি।

তুমি হে পথের সাথী আঁধারে আলো
এ কথা জেনে প্রাণে বেসেছি ভালো,
কবে আসিবে প্রভু বল হে বল
পিপাসিত পরাণ-পাখী।

কখন দূরে তুমি কখনও কাছে,
ছুটিতেছি ধরিবারে পাছে পাছে।

আর কত করিব হে ছুটাছুটি
ধরা দিয়ে দাও মোরে এবার ছুটি
কাছে এসে বাড়াও কর কমল দুটি
হৃদয়ে ধরিয়া রাখি।

(২০)

পাখী চলে নীড়ে গাভী বাটে ফিরে
নামিয়া আসিছে সন্ধ্যা,
সুবাস বাতাসে ছড়ায় আর হাসে
রূপসী রজনী গন্ধা।

গগনের কোনে এক ফালি চাঁদ
পাতিছে রাত্রির বাসরের ফাঁদ,
এক—দুই—তিন তারারা জাগিছে
তন্দ্রাতুরা সুনন্দা।

পাতার আড়ালে ঘুমে ভরা আঁখি
ঢুলিছে পবনে কলি,
পশ্চিম আকাশে গোধূলিতে ভাসে
শেষ আলোর অঞ্জলি।

ধরনীর বুকে ছায়া ধীরে ছায়
যেন শেষ হ'ল এক অধ্যায়,
জীবন নাটিকা কালের পর্দায়
চলে মন্থরা মন্দা।

আমারও জীবনে আয়ু অবসানে
এমনি নামিবে সন্ধ্যা,
নয়নে আমার ঘনা'বে আঁধার
ধীরে ধীরে নিরানন্দা।

তাই দিবাশেষে মন উচাটন
ভাবি একটা দিন গেল অকারণ,
অযতনে হায় আমার জীবন
হ'তেছে বিফল বন্ধ্যা।

আমি ভাবি মনে স্বপ্নে জাগরণে
পরমে রাখিব চিত্তে,
তরি' পারাবার অনিত্য মায়ার
স্থিতি লাভ হ'বে নিত্যে।

হৃদয় আমার হ'বে মধুময়
আনন্দ-সায়রে চিত হ'বে লয়,
ঝংকৃত হ'বে বিশ্ব জুড়িয়া
মহানাদ মধুচ্ছন্দা।

এ বাসনা চিতে রেখেছি নিভৃতে
আয়ু হয় ক্রমে ক্ষীণ,
প্রতি সন্ধ্যায় প্রাণ কাঁদে হায়
গেল চলে একদিন।

হায়, যাহা চাই কোথা গেলে পাই
তাপিত এ হিয়া কেমনে জুড়াই;
কী দুঃখ-আঁধারে ডুবায় আমারে
প্রতিদিন প্রতি সন্ধ্যা।

[পঃ পৃঃ দ্রঃ]

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

কে যেনরে কয় নাহি নাহি ভয়
আশার প্রদীপ জ্বালো,
হোক্‌না তামসী রজনী রূপসী
কালো বুকে ধরে আলো।

দিন গেল যাক্‌ রয়েছে রজনী
হাস্তুক প্রেমেতে তব হিয়ার মণি,
চল অভিসারে আঁধারের পারে।
কহে যে রজনীগন্ধা।

(২১

দাও প্রভু দাও কণ্ঠ আমায়
গাই হে তোমার গান,
হৃদয় খুলে আপন ভুলে
ভাসিয়ে দিই প্রাণ।

মোর যত গান যত কথা
মূক হ'য়ে রয় জানায় ব্যথা,
এ মোর রুদ্ধ ব্যাকুলতা
পায় যেন হে ত্রাণ।

তোমার নামে তোমার গানে
পরাণ পাগল হয়,
সব মনে হয় শোন তুমি
চক্ষে ধারা বয়।

আমার যত গানের কলি
ফুটুক পেয়ে চরণ-ধূলি,
আমার প্রাণের কুসুম গুলি
পায় যেন পা'য় স্থান!

(২২)

হে প্রভু পরাণ সখা পরম প্রিয়,
তোমার চরণে ঠাঁই দিওহে দিও।

জানি তুমি প্রাণাধিক তুমি প্রিয়তম
মন মোর চায় মান সুখ সমাগম,
ধূলায় মলিন আমি হয়েছি অধম
পরশনে শুচি করিও।

আমিতো পারিনা যেতে তোমার কাছে
তোমার আসিতে প্রভু কি বাধা আছে,
এবে প্রাণ নিশিদিন তোমারে যাচে
এস এস হে বরণীয়।

মৃদু হেসে এ' হিয়াতে দাঁড়াও আসি
আমি যে তোমায় বড়ই ভালবাসি,
হে প্রিয় জুড়াও মম বেদনা রাশি
বারেক বুকেতে ধরিও।

এ ভবে মায়ার মোহে রয়েছি ভুলে
আজিতো হে ডাকিতেছি পরাণ খুলে,
নাহি আস তাই ভাসি নয়ন জলে
এ বিরহ তুমি ঘুচিও।

তুমি বিনে কা'রে করি প্রেম-নিবেদন
কে শুনিবে এ দীনের প্রাণের বেদন,
তুমিতো প্রাণের প্রাণ জীবন মরণ
মোরে এসে নিও হে নিও।

(২৩)

প্রভু অভাজনে কর করুণা।
বড় আশা করে' এসেছি দুয়ারে
আমারে ফিরায়ে দিওনা।

জানি তুমি মহান্ দিব্য জ্যোতিষ্মান্
বিরাট বিশ্বাতীত শুদ্ধ মহাপ্রাণ,
আমি দেহধারী অধম ক্ষুদ্র প্রাণ
কেমনে মিলিব জানিনা।

তুমি স্বয়ং জ্যোতি আমি হে জোনাকী
তুমি ভূমানন্দ আমি নিত্যদুখী,
চরণ ছুঁইতে স্পর্দ্ধা নাহি রাখি
নাহি মোর সেই সাধনা।

কত পঙ্কিল ধারা মিশিয়াছে সাগরে
বিষ-বাষ্প ধূম মিলায় অম্বরে,
পূতিগন্ধ মিশে ঊর্দ্ধে বায়ুস্তরে
আমি কি মিলিতে পারিনা ?

এটুকু করুণা ক'রো অধমেরে
পরেশে নিরাশ ক'রো না।

(২৪)

হায়, আমি তায় আধেক দিলাম
আধেক দিলাম না,
তাই যেমন দিলাম তেমন পেলাম
তাঁরে পেলাম না।

বনের ফুলে গেঁথে মালায়
পরায়ে দিলাম বঁধুর গলায়,
আঁজল ভরে ফুল দিলাম পায়
প্রেমতো দিলাম না।
তাইতো মিছে কেঁদে ম'লাম
তাঁরে পেলাম না।

আধেক আঁচল পেতে তাঁরে
বসাইলাম আদর করে,
কথা কইলাম সোহাগ ভরে
যৌবন দিলাম না।
আর যা কিছু বৃথাই দিলাম
তাঁরে পেলাম না।

পাগল হ'লাম বাঁশী শুনি
খুঁজে ম'লাম সারা দিনই,
আশায় শুধু দিনই গুনি
প্রাণতো দিলাম না।
আমি কিছু দিলাম কিছু রাখলাম
তাঁরে পেলাম না।

(২৫)

হরি, খেল্‌ছ লুকোচুরি।
তুমি লুকিয়ে বেড়াও মনের বনে
আমি খুঁজে মরি।

খেলেছিলে গোপীর সনে
বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে,
বিলায়েছিলে সবার প্রাণে
রসের মাধুরী।

এত প্রেম হায় পাব কোথায়
নাই মোর এক কণা,
কেমন করে তোমায় ধরে
আন্‌ব জানিনা।

শোন শোন হে রসময়
মোর কি আছে খেলার সময়,
শিরে শমন, এই অসময়
রাখ হে চাতুরী।
তুমি ধরা না দিলে প্রভু
কেমনে ধরি।

(২৬)

ওঁ গুরু গোবিন্দ হরি।
ভজ নন্দ নন্দন রাধা–হৃদি–রঞ্জন
বৃন্দাবনধন শ্যাম বংশীধারী

ভজ মধুসূদন রিপু-নিসূদন
ভব-ভয়-ভঞ্জন দুঃখহারী,
ব্রহ্ম গোপাল দয়াল বিশাল
সৃজন-পালন-লয়-কারী।
ওঁ গুরু গোবিন্দ হরি।

ভজ রঘুরাম ভক্ত প্রাণারাম
জানকী-জীবন ধনুক-ধারী,
ভজ শিব শঙ্কর আশুতোষ হর
পিণাকী চন্দ্র–চূড় ত্রিপুরারী।
ওঁ গুরু গোবিন্দ হরি।

ভজ চিৎ–শক্তি রাধা সীতা সতী
জননী শঙ্করী শুভঙ্করী,
ভজ বিশ্বরূপে আত্ম-স্বরূপে
আনন্দ-জ্যোতি হৃদয়–চারী।
ওঁ গুরু গোবিন্দ হরি।

(২৭)

হে প্রভু দয়াল নাথ বিশ্বপতি,
তোমার সেবক মোরা করি আরতি।

তুমিই স্বামী প্রভু পিতা মাতা
বন্ধু-সখা-সাথী তুমি বিধাতা,
ব্রহ্মা বিষ্ণু তুমি শিব শকতি
করি আরতি।

তুমি হে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়-কারী
সুখ শান্তি বিধায়ক তাপহারী,
ভকত বৎসল তুমি পাপীর গতি
করি আরতি।

বিশ্বে একক তুমি সত্য সুন্দর
রয়েছ জুড়িয়া সদা সবার অন্তর,
দাও হে সবার প্রাণে শুভ মতি
করি আরতি।

ভকতি দেহ প্রভু হৃদয়-মাঝে
তোমারে যেন স্মরি সকল কাজে,
এ দীন জনের প্রভু লহ প্রণতি
করি আরতি।

(২৮)

তুমি কি একটি শিখা
একটা অপরূপ জ্যোতি,
হৃদয়-আকাশ প্রদীপ
ঊর্দ্ধে উঠিছে দ্যুতি ?

তুমি কি আলোক স্তম্ভ
চির উজ্জ্বল স্থির,
একটা বিরাট দৃশ্য
মহান্ ভাব-গম্ভীর ?

তুমি কি বিশ্ব জুড়িয়া
প্রতি ঘটে ঘটে রয়েছ,
স্থূল আবরণ ভেদিয়া
এক অদ্বিতীয় হ'য়েছ ?

তুমি কি প্রণব-ঝঙ্কার
জাগাইছ মহানাম,
তুমি কি পুলক শান্তি
তুমি কি মহা-আরাম ?

ধ্যানের গভীরে তুমি
ঢালো আনন্দ-ধারা,
তুমি কি পরাণ-স্বামী
(আমায়) করিলে আত্ম-হারা ?

(২৯)

প্রভু ঊর্দ্ধে—আরও ঊর্দ্ধে আমারে রাখ
যেন নাহি ছোঁয় জয় পরাজয়
শুভাশুভ সুখ দুখ।

যেন দিলে লাথি নেই মাথা পাতি
পদধূলি হয় আশীষ মোর প্রতি
চরণ-পরশে পাই শুভ গতি
কভু তোমায় ভুলি নাকো।

যদি অবহেলে যাও মোরে ফেলে
ভাবি প্রভু মোরে যাওনি হে ভুলে,
পড়ে যেন রই তব পদ-মূলে
চেয়ে চেয়ে তব মুখ।

প্রভুহে তোমার নীরব শাসনে
কৃপা অনুভব করি যেন মনে,
যেন জানি আমায় তুমি প্রতিক্ষণে
কৃপা-দৃষ্টিতে দেখ।

প্রভু, ঊর্দ্ধে—আরও ঊর্দ্ধে আমারে নাও,
তব প্রেম-প্রতিমা প্রকাশিয়া প্রাণে
প্রেম-সুষমা দাও।

['পঃ পূঃ দ্রঃ]

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

(যেন)করুণা তোমার হেরি অনিবার
ভাল মন্দ লই না করি' বিচার,
ভবের খেলায় রহি নির্ব্বিকার
আশে রই কবে ডাকো।

প্রেম দাও—প্রেম হে আনন্দ-ধাম
প্রেমানন্দে যেন পাই পরিণাম,
লহ লহ প্রভু আমার প্রণাম
শ্রীচরণে রাখ—রাখ।

(৩০)

যে দিন উজল রূপে
এলে আমার প্রাণে
প্রভু সেদিন হ'তে
চলি তোমারি টানে।

ধীরে রূপের জ্যোতি
হৃদে উঠিল ভাতি
আছি দিবস রাতি
চেয়ে তাহারি পানে।

নানা রূপের খেলায়
সদা আমারে ভোলায়
আমি আনন্দ দোলায়
ঢুলি তোমার গানে।

মোর দীপের আলো
আজ মিশিয়া গেলো
প্রাণ একহি ভেল
মিলি তোমার সনে।

(৩১)

আমি এই আমার মাঝে
আছি মজে
যেন আত্মারাম,

মনের মোর ভাবনা যত
ব্যথা শত
লভেছে বিরাম।

যেন এক আলোর শিখা
ভালে লিখা
উজল অচঞ্চল,

যেন কোন্ গভীর সুরে
বীণ্ ঝঙ্কারে
আনন্দে উছল।

যেনরে প্রাণ জুড়াল
জোয়ার এল
গানে অবিরাম।।

যেন মোর দেহ দূরে
রইল পড়ে
ধরার ধূলিতে।

আলোকের ধারায় ওরে
গান সুদূরে
চায় যে মিলিতে,

হারায়ে সব আমি যে
আমার মাঝে
সকলই পেলাম।

আমি তায় প্রাণটি দিলাম
গানটি দিলাম
দিলাম বাঁশী মোর,

সে আলোর পরশ পেয়ে
ভুবন ছেয়ে
বাজ্‌ল নূতন সুর।

কে এল আজ সুদূর হ'তে
তাঁরই হাতে
ধরা যে দিলাম॥

(৩২)

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নন্দতি হৃদি মন্দিরে,
ধ্বনিত প্রণব ঝঙ্কার
চিদাকাশে গভীরে।

বিকশিত স্থির জ্যোতি
জাগ্রত প্রাণে প্রীতি,
অন্তরে ধ্রুবা স্মৃতি
প্রিয়তম অভিসারে।

মন্দ্রিত মহানাদ
ক্ষোভিত মহাপ্রাণ,
রণিত চিত্ত-বীণা
উদ্‌গত মহাগান।

উচ্ছল প্রেম-তরঙ্গ
মধুর প্রিয়-সঙ্গ,
মৌন মুখর অঙ্গ
মগ্ন আনন্দ নীরে।

(৩৩)

এবার আমায় আমার মাঝে
ডুব্‌তে দাও,
কোথায় আছ হৃদয় রতন
খুঁজ্‌তে দাও।

কোথায় আছে পাতাল-পুরী
সেথায় সাত-তলা বাড়ী,
তারই মণি কোঠায় প্রদীপ
জ্বাল্‌তে দাও।

কোথায় বাজে তোমার বাঁশী
পরাণ করে মোর উদাসী,
সে বাঁশরীর সুরে আমায়
মজ্‌তে দাও।

যে গান আজও হয়নি গাওয়া
অনেক দিনের প্রাণের চাওয়া
সে গানটি মোর তোমার কাছে
গাইতে দাও।

তোমার রূপ আর তোমার বাণী
ভরুক সারা সত্ত্বাখানি,
তোমার প্রকাশ চিত্ত ভরে
বুঝ্‌তে দাও।

আমার ক্ষুদ্র প্রাণের ধারা
তোমার মাঝে হোক্ হে হারা,
তোমার সনে মিলন সুখে
ভাস্‌তে দাও।

(৩৪)

আমায় যেটুকু প্রেম দিয়াছ প্রিয়
তাই নিয়ে তোমায় বরিলাম,
যেটুকু আলোক দিলে সেটুকু দিয়ে
তোমায় আরতি করিলাম।

যেটুকু দিয়াছ প্রাণে ভালবাসা
দিয়াছ যেটুকু মোরে ভরসা আশা,
কণ্ঠে দিয়াছ প্রিয় যেটুকু ভাষা
তাই দিয়া স্তুতি গাহিলাম।

আমার এ শূণ্য প্রাণে বসায়ে তোমায়
গাঁথিয়াছি প্রেমভরে গানের মালায়,
এনেছি তোমার তরে ভরিয়া থালায়
তোমার চরণে সঁপিলাম।

বেশী কিছু নাই মোর যাহা পেয়েছি
সবই প্রিয় তব পায়ে ধরে দিয়েছি,
নিও গলে ক্ষুদ্র প্রেমের এ মালাগাছি
এ মিনতি পায়ে রাখিলাম।

(৩৫)

সারা জীবন গেল প্রভু
তোমারই পথ চেয়ে,
পরাণ যেন যায়গো আমার
তোমারই গান গেয়ে।

চেয়েছি যে তোমায় আমি
এ কথাতো জানই তুমি,
শেষের খেয়ায় নাওটী নিয়ে
এসো পারের নেয়ে।

সবায় তুমি ভালবাস
যে ডাকে তার কাছে আস,
মিট্‌ল না মোর সে আশাও
দিন গেল হায় বয়ে।

আস্‌বে তোমার হ'লে সময়
সেই ভরসা মন ভরে' রয়,
দিনগুলি মোর হো'ক্ মধুময়
তোমারই গান লয়ে।
শেষের নিঃশ্বাস যায় যেন মোর
তোমারই গান গেয়ে।

(৩৬)

জানি একদিন
তুমি প্রভু মোরে টেনে নিবে তব কাছে,
তুমি যে আমার বড় আপনার
তাই এ ভরসা আছে।

তুমি এ বিশ্ব ভুবন গড়েছ
প্রাণ দিয়া সবে ভালবাসিতেছ,
কত না খাওয়াও কত যে দিতেছ
তব স্নেহে আছি বেঁচে।

যথাকালে তুমি আনো শস্য মেঘ
যথাকালে ঋতুদল,
তরুশাখা কোলে আনো যথা কালে
কত ফুল কত ফল।

তোমার হিসাবে হয় নাকো ভুল
হয়না নিয়মে ত্রুটি এক চুল,
কা'রে কোথা নিবে কা'রে দিবে কোল
(নিবে) কা'রে আগে কারে পিছে।

সন্ধ্যাবেলা যেমন গাভী হাম্বারবে
ডাকে তার বাছুরেরে,
জননী যেমন ডেকে লয় সাঁঝে
আপনার শিশুটীরে।

তুমিও তেমনি ডেকে মোরে ল'বে
যেদিন ফুরাবে মোর খেলা ভবে,
দু'বাহু বাড়ায়ে মোরে ঘরে নিবে
কোলে নিবে ধুয়ে মুছে।

(৩৭)

প্রাণ খুলে গান গাই তবু রয় বাকী
কিছু গাওয়া হয় নাই মন কয় ডাকি,
যতই না গান গাই তৃপ্তিতো নাহি পাই
মনে হয় কোথা যেন রয়ে গেল ফাঁকি।

যদি প্রভু একবার দেখাটী দিতে
পেতাম বারেক তোমায় ধরিতে চিতে,
হয়তো আমার গান খুঁজে পেত তার প্রাণ
ধন্য হইত মোর ডাকাডাকি।

ক্ষমা কর যদি কোন থাকে অপরাধ
তুমি ছাড়া প্রভু মোর সকলই বিস্বাদ,
আমি শুধু তোমা চাই গান গেয়ে ডাকি তাই
এস প্রাণে দেখা দাও, তোমা ল'য়ে থাকি।

(৩৮)

রাধা দোলে
গোবিন্দ দোলে।

আজ চাঁদিনী রাতে
ঝুলন পূর্ণিমাতে
দোলে নিকুঞ্জ বনে
বঁধূ বঁধুর সাথে
রাধা দোলে
গোবিন্দ দোলে।

গোপিনী গেহ ভুলে
হেলায় সকল ফেলে
পাগল পারা চলে
ঝুলন হের্‌বে বলে
দোলে রাধা
গোবিন্দ দোলে।

বিকচ কদম্ব ফুলে
ভোম্‌রা পিয়াসা ভোলে
কালো নয়ন মেলে
হেরে তরুর কোলে
রাধা দোলে
গোবিন্দ দোলে।

মলয় পরশ ছলে
তরুর শাখারা দোলে
বিহগ মিথুন ডালে
দোলে দোতুল দোলে,
রাধা দোলে
মাধব দোলে।

কালিন্দী এলোচুলে
আছাড়ি পড়ে কূলে
ঢেউএর তালে তালে
পীন বক্ষ দোলে
রাধা দোলে
গোবিন্দ দোলে।

মুরজ মুরলী বোলে
নূপুর সঙ্গীত রোলে
দোলে কদম্ব তলে
কানু গোপিনী দলে,
রাধা দোলে
মাধব দোলে।

বিশ্ব ভুবন দোলে
ঝুলনে দোলার তালে
দেব গন্ধর্ব দোলে
যুগলে মিলে মিলে
দোলে রাধা
মাধব দোলে।

আমার পরাণ দোলে
সারা দেহমন দোলে
হৃদয় কমল দলে
যুগল মূরতি দোলে,
রাধা দোলে
গোবিন্দ দোলে।

(৩৯)

যদিও জীবন কাটে তোমারি গানে
তোমা পাওয়া হয় নাই তা' জানি মনে।

শুধু বোলে মিল দিয়ে মিলেনা তোমায়
প্রাণ সাথে নাহি দিলে তোমা পাওয়া দায়,
শুনি নাহি ধরা দাও সাধন বিনে।

সারাদিন সাধি আমি বাঁশীতে সুর
তবু দেখি শোন কই ? আছ বহুদূর,
ব্যাকুলতা দাও প্রভু এ দীন জনে।

জানি তুমি আছ চেয়ে আমার লাগি
ভকতি শকতি প্রাণে তাই হে মাগি,
প্রেম দাও বেঁধে রাখি তোমা' এ' প্রাণে।

(৪০)

হে বিশ্বনাথ, তুমি আছ চিরকাল
চিরদিন তুমি থাক্‌বে,
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ভকত সনে
তোমার আনন্দ চল্‌বে।

কতকাল ধরে' কত শত শত
এসেছে চরণে প্রতি নিয়ত,
চলে যায় পুনঃ আসে কত কত
আরও কত শত আস্‌বে।

সবে পলে পলে এসে দলে দলে
পরাবে চন্দন, মালা দিবে গলে,
পুষ্প বিল্বদল আর গঙ্গাজলে
তুমি আনন্দে ভাস্‌বে।

কী আনন্দে আছ হে আনন্দ-ধাম
পরেশের প্রভু লও হে প্রণাম,
(মোর) প্রাণে আশা-দিবে শুভ পরিণাম
মোরে শ্রীচরণে রাখ্‌বে।

(৪১)

মম বিদায় লগনে হেরি মা ধরণী
তোমায় বড় ভালবেসেছি,
কত যুগ ধরে' তাই বারে বারে
তোমার কোলে ফিরে এসেছি।

দিকে দিকে রূপ নয়ন-মোহন
প্রাণে প্রাণে তব স্নেহের কূজন,
প্রেমের পরশ আদর চুম্বন
প্রাণ ভরে কত পেয়েছি।

কতনা আদরে তব কোলে করে'
রেখেছ আমারে মাগো,
দিলে সযতনে অশনে ভূষণে
আরও থরে থরে কত রাখো।

কত মায়া তব কত স্নেহধারা
আমারে ভুলায়ে করে আমা হারা,
নিতি নবরূপে সাজালে পশরা
লোভে লোভে মজে রয়েছি।

আর বেলা নাই যেতে হবে তাই
সে যে বড় দূর পথ,
পায়ে হেঁটে হেঁটে যেতে হবে বটে
আসিবে না নিতে রথ।

[পঃ পৃঃ দ্রঃ]

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

ষোড়শী যেমন পতি গৃহ-পানে
এক পা' বাড়ায় আর তাকায় পিছনে,
অশ্রু এক চোখে সুখ আর নয়নে
তেম্‌নি তোমা ছেড়ে চলেছি।

আজ আমি আর আমাতে মা নাই
সব কিছু দিনু সঁপিয়া,
যেতে হ'বে চলে সব হেথা ফেলে
রেখো না মায়ায় ধরিয়া।

'আমি' নাই তাই গেছে চাওয়া পাওয়া
জানিনা কেমনে কোথা হ'বে যাওয়া,
শুধু আজীবন যাঁরে হ'ল চাওয়া
তাঁরে প্রাণে প্রাণে রেখেছি।

যে পথে সে নিবে এ' চরণ যাবে
কণ্ঠ গাহিবে গান,
হয়তো এ হাতে মালা নিব গেঁথে
দিতে তাঁরে শেষ দান।

'আমি'–টারে ফেলে সেই শূন্য স্থানে
বসায়েছি তাঁরে হৃদয়ে যতনে,
মহামিলনের আনন্দের টানে
জীবনে মরণে ডুবেছি।

(৪২)

(কীর্ত্তণ)

হে মোর মূরলীয়া,
তোমার ঐ মোহন রূপে মোর মন
রয়েছে ভুলিয়া।

এই দেখা দাও কোথায় লুকাও
পিপাসিত প্রাণে পিপাসা বাড়াও,
আসিয়া নিমেষে একটুকু হেসে
কোথা যাও চলিয়া।

এ চিত্ত—আকাশ মেঘে রয় ঢেকে
বিজুরীর মত চকিত চমকে,
এ মন মজায়ে লুকাও ক্ষণিকে
হৃদয় দলিয়া।

হৃদি-বৃন্দাবনে যমুনা-পুলিনে
ঘন ছায়াঘেরা নিকুঞ্জ কাননে,
তমালের তলে ঝোপের আড়ালে
মরিহে খুঁজিয়া।

[পঃ পৃঃ দ্রঃ]

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

কেঁদে কেঁদে কই তুমি গেলে কই
বিষাদ-আঁধারে আমি ডুবে রই,
আকুল পরাণ করি তব ধ্যান
নয়ন বুজিয়া।

অকলঙ্ক চাঁদ তুমি কালোশশী
ঘুচে গেলে মেঘ দেখা দিবে আসি,
এই আশে আছি—ঐ বাজে বাঁশী
রহিয়া রহিয়া।

এসে দেখা দাও হেসে কথা কও
বাঁশরীর তানে হৃদয় জুড়াও,
আর নাহি সহে মরি হে বিরহে
দহিয়া দহিয়া।

হে শ্যামসুন্দর সুধাবেনুকর
প্রিয় নটবর বনমালাধর,
প্রেমিক প্রবর দাও এ অন্তর
আনন্দে ভরিয়া।

(৪৩)

প্রভু, র'বে মোর প্রেমের ঠাকুর
আমি তব দীন পূজারী,
তব প্রেমে হিয়া করি' ভরপূর
র'ব হে তোমারি—তোমারি।

সবা'তে তোমাতে নাহি র'বে ভেদ
তোমাতে আমাতে নাহি হ'বে ছেদ,
যাবে দূরে দ্বেষ দ্বিধা ভয় খেদ্
তুমি র'বে হৃদি-বিহারী।

তুমি মধু মোর বিশ্ব মধুময়
প্রেমে সবি যেন একাকার হয়,
সবি মোর প্রিয় কেহ পর নয়
সকলি আপন আমারি।

যেচে যেচে প্রেম বিতর ভুবনে
শান্তি ধারা বয় প্রেমের অঙ্গনে,
নিজে ধরা দাও প্রেমের বাঁধনে
তুমি যে প্রেমের পশারী।
দাও মোরে স্থান তোমার ভবনে
আমি প্রভু প্রেম-ভিখারী।

(৪৪)

নিত্য আমি দেখি আমার
মনের মুকুরে,
সেথায় প্রভু তোমার প্রকাশ
আর কতদূরে।

আমি জানি আছ তুমি
হৃদয়-মাঝে হে মোর স্বামী,
তবু কেন দিবস-যামী
খুঁজি তোমারে।

সাম্‌নে আমায় রেখে নিজে
আছ আড়ালে,
অহমিকার আঁধার মেলে
দূরে সরালে।

তাই নিতুই চাই মোর অভিমান
তোমার মাঝে হো'ক অবসান,
তোমার রূপে এ চিত্তখান্
উঠুক হে ভরে।
(যেন) মোর বদলে দেখি তোমায়
মনের মুকুরে।

(৪৫)

হে আনন্দময় আনন্দে গড়েছ ভুবনে।
(তাই) নিতি দলে দলে আসিছে সকলে
তব আনন্দের আবাহনে।

ফল্গু সম বিশ্বে আনন্দ-প্রবাহ
অনুতে তনুতে বহে অহরহ,
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হ'তেছে নির্ব্বাহ
তব আনন্দের প্রয়োজনে।

এ' জগতে সবে আনন্দের খোঁজে
বিষয়ে বিভবে প্রতিক্ষণে কাজে,
ভূমানন্দ ছেড়ে ক্ষণ সুখে মজে
হায় কাঁদে সংসার পেষনে।

কিন্তু কভু এ'আনন্দ-চেতনা
তব প্রেম বিনা প্রাণেতো জাগেনা,
চাই আত্মদান আনন্দের সাধনা
সুন্দর ভাবনা নিরজনে।

আনন্দ মেলায় এসে মায়ায় ভুলে
বিপথে ভ্রমিয়া পড়েছি অকূলে,
দূরে সরে গেছি আনন্দেরে ফেলে
কিনেছি বেদনা অকারণে।

হে সদানন্দ, মোরা সন্তান তোমার
ভূমানন্দে মোদের চির অধিকার,
মোরে নিরানন্দ ক'রো না হে আর
রাখ তব আনন্দ-ভবনে।

(৪৬)

হে চিরসুন্দর শান্তি পারাবার
হে চিতনন্দন দুঃখহারী,
শান্ত সমাহিত জগজন-বন্দিত
সৃজন-পালন-লয়কারী।

আনন্দ-সাগর ব্রহ্মপরাৎপর
বিশ্ব-সারাৎসার দীনৈকগতি,
ভক্তহৃদিরঞ্জন ভবভয়ভঞ্জন
বন্ধন-খণ্ডন বিশ্বপতি।

হে মহান্ উদার চির-ক্ষমা-সুন্দর
চিন্ময় সৎ-চিদানন্দরূপী,
স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময় পরম-আশ্রয়
অজেয় অক্ষয় বিশ্বব্যাপী।

চিত্ত সুধাকর দিব্য-মাল্যধর
চরাচর-পালক-শাসক হে,
হে পিতা পাতা বিশাল দাতা
শান্তি-সুখ-বিধায়ক হে।

করুণা-নিধান সুখনিকেতন
মঙ্গল-আলয় শুভ-হেতু,
অহেতুক প্রেমিক পতিত পাবক
শুদ্ধ বিশ্বাতীত মোক্ষ-সেতু।

পাপ তাপ নাশন রিপু বিমর্দ্দন
সনাতন হৃদয় গুহাচারী,
হে পরমেশ পরম পুরুষ
পরেশ প্রাণে দেহ শান্তি বারি।

(৪৭)

প্রভু, এ জীবন মোর হউক সুন্দর দাও মোরে সেই সাধনা,
আমি চলিতে ফিরিতে শুইতে বসিতে করি যেন তব আরাধনা।

যদি সব হারাই তোমায় যেন পাই
হেরি তুমি ছাড়া আর কিছু নাই
তুমি বিনা আর কিছু নাহি চাই
করি শুধু তব ভাবনা।

তুমি অপরূপ তুমি সুন্দর
গড়েছ এ বিশ্ব অতি মনোহর
পাই যেন সুন্দর-সঙ্গ নিরন্তর
লয়ে সুন্দর কামনা।

তুমি মধুময় বিশ্ব মধুময়
যেন মোর প্রাণে প্রকাশিত রয়
হে সুন্দর, এবে কর মোরে লয়
সফল হউক এ'বাসনা।

(৪৮)

আজ আমার প্রাণ বিলিয়ে দিলাম
সকল প্রাণেতে
সবার মরম-বাণী বাজে
আমার গানেতে।

সবার প্রাণে যে গভীর সুর
সদাই বাজে অতি মধুর
পড়ল ধরা মধুক্ষরা
আমার ধ্যানেতে।

আজ আমার মন হারিয়ে গেল
সকল খানেতে;
আমার পরাণ খুঁজে পেলাম
সকল প্রাণেতে।

তুলে নিলাম প্রাণের বাঁশী
সকল সুর আজ গেল মিশি'
বিশ্ব-সুরে; ছুটনু যে রে
তারই পানেতে॥

(৪৯)

এবার যেতে হ'বে মোরে ফিরে
যে পথে যে-ভাবে এসেছি এ ভবে
সেই পথ ধরে' ধরে' ।

জনম লভিয়া আমি প্রতিদিন
এ জগতে যত করিয়াছি ঋণ
সবার সকাশে হ'য়ে দীন হীন
হ'বে তাহা শোধিবারে।

দেহ রেখে যাব ধরার ধূলিতে
প্রাণ বায়ু যাবে মহাবায়ু সাথে
আমি চলে যাব মহাব্যোম-পথে
সব কিছু হেথা ছেড়ে।

সংসারের মায়া শত আকর্ষণ
বাসনায় গড়া যত বন্ধন
হাসি মুখে সব করিয়া ছেদন
যাব চলে' হেলাভরে।

পেয়েছিনু যত সম্পদ বিভব
দিয়ে যাব সবার দেনা শোধি' সব
যার যা পাওনা—যথা সম্ভব,
কাঁদিব না কারও তরে।

[পঃ পৃঃ দ্রঃ]

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

পথহারা এক নক্ষত্রের মত
এসেছিনু হেথায় হ'য়ে কক্ষচ্যুত
কেন্দ্র হারায়ে হায় অবিরত
ঘুরিতেছি সংসারে।

এবার শূন্য ঝোলা লয়ে হাল্কা প্রাণে
চলে' যাব মহাপ্রাণের সন্ধানে
পূরিতে শূন্য হৃদয়-আসনে
মম শেষ অভিসারে।

দিব তারে প্রাণ যত মোর গান
মনের বাসনা মোর অভিমান
কহিব—"ডুবাও, দাও দাও স্থান,
—নাও, নাও পরেশেরে" ॥

(৫০)

মিছে এ সংসার মনরে আমার
মিছে কেন কর ভাবনা,
যতই যতন কর ওরে মন
এ দেহ-তোমার রবেনা।

এই দেহে প্রাণ রবে যতদিন
প্রিয় পরিজন র'বে ততদিন
দেহ যবে যাবে সম্পর্ক ঘুচিবে
আ'র কভু দেখা হ'বেনা।

পিতা পুত্র মাতা জায়া সুতা ভ্রাতা
দেহ সূত্রে কেবল এক সাথে গাঁথা
এই দেহ ঘিরে ভবের চাকা ঘোরে
সকলি মায়ার ছলনা।

অনিত্য শরীর অনিত্য সংসার
দু'দিনের লাগি, সকলি অসার
সত্যের আলোকে বিচারিও তাকে
মোহে তুমি আর ভুলনা ।

মিথ্যার লাগি, কেন উচাটন
অলীক স্বপনে কে করে যতন
যা কিছু অনিত্য করহ বর্জন
ভুল পথে আর যেওনা।

কিছু নয় আপন মনেতে জানিবে
বাহিরে কা'রেও জানিতে না দিবে
নিরাসক্ত হ'য়ে সত্য পথ নিবে
রহিবে আনন্দ মগনা ॥

(৫১)

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি !
ঘুচে যাক ভুল ভ্রান্তি !
ঘুচে যাক দুখ দূরে যাক ভয়
আসুক পরাণে অটুট অ-ভয়
মন হ'তে মুছুক যত সংশয়
ঘুচুক শ্রান্তি ক্লান্তি !

আমি শুধু যন্ত্র ভবের আসরে
প্রভু তুমি মোর যন্ত্রী,
আপন খুশীতে প্রাণের বীণাতে
বাজাও মরম-তন্ত্রী !

এস এস তুমি পরমানন্দে
প্রতি সুরে গানে ছন্দে ছন্দে,
নির্ম্মল কর সুন্দর কর
এস হে শুভ্র-কান্তি !!

(৫২)

মন চায় শুধু লিখিতে,
মনের বেদনা যত আরাধনা
আখরে ধরিয়া রাখিতে।

যাহা করিলাম এ সংসারে এসে
সকলি ত যাবে কাল-গর্ভে মিশে
অশরীরী এক লিখায় আবেশে
না লিখে' পারিনা থাকিতে।

মনের মাঝারে করে কিলবিল
কথার পিছনে কথা খোঁজে মিল
কখনও সরল কখনও জটিল
গাঁঠছড়া তারা বাঁধিতে।

জীবনের এই শেষের বেলায়
মাতিয়াছি এক নূতন খেলায়
ভাঙ্গাগড়া যেন সাগর বেলায়
ধু'য়ে যাবে কবে চকিতে।

যত ব্যথা ভরা বাসনা আমার,
পেনু অবহেলা, যত অবিচার
তার স্মৃতি দ্বারে আসে বার বার
আরও ক্লেশে মন ভরিতে।

[পঃ পৃঃ দ্রঃ]

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

তাই গাহি গান আর লিখে-রাখি;
জীবনে আর বা ক'টা দিন বাকী;
নিভৃতে বসিয়া গাহি, লেখা দেখি
যত জ্বালা মোর ভুলিতে।

তীর্থ ভ্রমন, পূজা অনুষ্ঠান
তারা সব গেছে, আছে শুধু গান,
গানে মোর জপ, গানেতেই ধ্যান
গাহি যে চলিতে ফিরিতে।

হউক ভালমন্দ অম্ল মধুর
সুরে সুরসাল কিম্বা বেসুর
যেমন তেমন গাহি, হয় দূর
মনের বেদনা ত্বরিতে।

সুরে ও ছন্দে করি নিবেদন
গেঁথে কথার মালা প্রাণের বেদন,
যেন সদা পারি প্রভুর চরণ
নিভৃতে হৃদয়ে ধরিতে।

যেন ভুলে নাহি যাই লিখে রাখি তাই
পড়ি প্রতিদিন তাঁহারে শুনাই
শেষ সেই দিন যেন যেতে পাই
তাঁহারে স্মরিতে স্মরিতে॥

(৫৩)

বেলা নাই—বেলা নাই !
হায় বারে বারে ভুলে যাই !!
এখনও তেমনি ফুলগুলি মোর
মুখ পানে চেয়ে হাসে
এখনও তেমনি পাখী গায় গান
মোর বাতায়নে বসে';

এখনও আকাশের বুক ভরা আলো
সুন্দরী ধরা লাগে মোর ভালো
পবন আনিছে স্নিগ্ধ পরিমল
ভুলায়ে রেখেছ তাই।

পুঞ্জিত মেঘে দামিনী চমকে
বরজ উঠয়ে ডাকি
বিন্দু বিন্দু বারি পড়ে মুখে ঝরি'
আমি শুধু চেয়ে থাকি।

সেবিতে সমীরে তটিনীর তীরে
যাই প্রীতি-ভরা প্রাণ লয়ে ধীরে
নাচে উর্ম্মিমালা লহরে লহরে
যৌবন ফিরে পাই।

[পঃ পৃঃ দ্রঃ]

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

মনে হয় আমি আগেরই মতন
ভালবাসি সবাকারে;
কি হয়েছে মোর, তারা কেন আজ
যায় দূরে সরে' সরে' ?

ম্লান মুখে তাই এবে বসে ভাবি
ফুরায়েছে কি মোর সংসারের দাবী ?
সবই ত তেমনি রয়েছে তথাপি
মোর যেন নাহি ঠাঁই !

বুঝি মোরে আর চাহেনা ধরণী
চাহে না আমারে কেহ
তবে কেন মোরে ভুলায় কুহকিনী
বুকে ব'য়ে মরি স্নেহ ?

পাখী ডেকে ডেকে ফিরিছে বাসায়
বলে "তুমি আছ কিসের আশায় ?
দূরে দিগন্তে রবি অস্ত যায়
দেখ আর বেলা নাই !"

তরুতল ছেয়ে ঝরিয়াছে ফুল
ঝরিয়াছে কত পাতা;
গাছ শুকাইছে ? আমারও হ'তেছে
শেষের শয়ন পাতা ?

ভাঙ্গিয়াছে ভুল; চাহি মোর বাঁশী
প্রাণভরা সুর গালভরা হাসি,
আত্মারাম হয়ে নিরজনে বসি
আনন্দ-গান গাই !—
বেলা নাই—বেলা নাই !!

(৫৪)

দিন যাবে, দিন র'বে না।
দিন গুণে গুণে ব্যথা ভরা প্রাণে
ভাবি আর দেখা হ'বে না!

আমি ত পারি না ডাকিতে তোমারে
আঁখি বারি ঢেলে' তেমনটি করে'
তাই আমি হায় আসি ফিরে ফিরে
বুঝি মোরে ডেকে ল'বে না।

রহি পথ চেয়ে মনে আশা লয়ে
দিন আসে দিন যায়
বুঝিতে পারি না কেন যে আস না
দেখি না কোনও উপায়।

[পঃ পৃঃ দ্রঃ]

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

আমি ত রেখেছি শবরীর মত
হৃদয় আসন পাতিয়া নিয়ত
লয়ে ভক্তি ফুল প্রেমফল কত
আকুতি মাখান বেদনা।

হয়ত যখন আসিবে তখন
ফুরাইবে মোর গান
মনের মতন তোমারে যতন
করিতে নারিবে প্রাণ।

হয়ত তখন সাশ্রুনয়নে
শুধু চেয়ে রব তব মুখপানে,
শুধাইব 'প্রভু, এলে এত দিনে
সেবার সুযোগ দিলে না'।

তাই বলি দুখে ব্যথা ল'য়ে বুকে
এস প্রভু দেরী ক'রো না,
দিন যত যাবে যতন ফুরাবে
মোর দিন আর রবে না॥

(৫৫)

হে প্রিয়তম, তুমি যেও না !
আমি অভিমান করিয়াছি বলে'
তুমি অভিমান ক'রো না !

এস এস তোমায় বসা'ব আঁচলে
চরণ ধোয়াব মম আঁখিজলে
অঞ্জলি দিব শুভ্র প্রেমফুলে
জুড়াইব সব বেদনা।

দেখা ত দেওনা কর বঞ্চনা
তাই জাগে অভিমান,
যদি দেখা পাই আপনা হারাই
ভুলি মান অপমান।

তুমি গেলে বিফল হ'বে অভিসার
বৃথা হ'বে বাসর সাজান আমার
ভূমিতে লুটাবে মম ফুল-হার
এ জীবন আর রবে না।

জলে ঝাঁপ দিব ডুবিয়া মরিব
ঘুচাইব যত যাতনা
কিন্তু তোমায় সবে ধিক্কার দিবে
করিবে কুৎসা রটনা।

তাই বলি প্রিয় যেও না হে চলে
ধরা দেও মোরে নেও মালা গলে
ভালবাসা পেয়ে ভাল না বাসিলে
তার ভাল কভু হ'বে না॥

(৫৬)

প্রভু, আমার গতি হ'বে কি ?
তোমার লাগিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
এ জীবন মোর যাবে কি ?

বারে বারে চাই দেখা যেন পাই
তুমি ত আস না মনে ব্যথা পাই
বিরহ অনলে পুড়ে হ'লাম ছাই
এ ভাবে পরাণ রবে কি ?

করি যখন কাজ তোমায় পড়ে মনে
সব ভুলে যাই কাঁদি হে সঘনে
গেল লাজ মান তোমারি কারণে
ভয়ে মরি লোকে ক'বে কি ?

তুমি বাজাও বাঁশী আমি ছুটে আসি
হেসে চলে যাও আমি কাঁদতে বসি
যেমন নাচাও নাচি কাঁদি গাই হাসি,
পাগল হ'তে আর বাকি কি ?

(৫৭)

(গজল)

শুনি বন্ধু যাও হে নিতুই
মোর দুয়ারের ধার দিয়া
আমি ত হায় জানতে না পাই
রই মালা আর ফুল নিয়া।

আস্‌তে তোমার হায় কি মানা
এই অভাগা মোর ঘরে
কেন বন্ধু যাও লুকিয়ে
এই পথে এমন করে,
কেন নিদয় ফিরে না চাও
ব্যথায় কাঁদাও এ হিয়া ?

যাও যে তুমি ভুল তাহে কি
পায়ের ছাপ যে রয় ধূলায়
তোমার সুবাস বয় যে বাতাস
মিলন আশায় মন ভুলায়;
বল, কেমনে বাঁচব প্রাণে
হায়, বিরহের বিষ পিয়া !

এ কি হেলা নিঠুর খেলা
এই অভাগার প্রাণ ল'য়ে
আর কতকাল রইব বল
এম্‌নি আশায় পথ চেয়ে !—
জীবন ভ'রে কাঁদালে মোরে
রাখলে ক'রে দুখিয়া !!

(৫৮)

প্রভু হে আমায় দেহের খাঁচায়
রেখেছ,
নানা সংস্কার-বাঁধনে আমায়
বেঁধেছ!
যে বুলি শিখালে তাই বলিলাম
যে খাবার দিলে খুটে খাইলাম
মাথা গুজিলাম যে ঘরে বাসা
দিয়েছ।

সুখ তুখ যত একান্ত আমার
ঢেউ ত লাগে না মনেতে তোমার
তুমি মোর বেলায় যেন নির্ব্বিকার
হয়েছ।

তুমি বল তাই আমি নাচি গাই
ব্যথা পেলে আমি কত যে চেঁচাই
মোর তুখের খবর কভু দেখি নাই
শুনেছ।

যদি আমি তোমায় নাম ধরে ডাকি
কোথা যেন লুকাও দিয়া মোরে ফাঁকি
অথচ শুনি হে ঘরেতেই নাকি
রয়েছ।

এ সব খেলা আর লাগে না হে ভাল
খোল এবার খাঁচার দুয়ারটী খোল
আমি চলে যাই যেথা হ'তে মোরে
এনেছ।

যদি ছাড়া পাই আমি উড়ে যাই
আকাশে আনন্দে ভাসিয়া বেড়াই
প্রাণ খুলে গাই যত গান কেড়ে
নিয়েছ।

এইটুকু শুধু তোমার কাছে দাবী
করিতে পারি না ? তুমি জান সবই;
বল কোন্ দোষে আমায় এ খাঁচায়
পূরেছ ?

তুমি জান মোর প্রাণের বেদনা
আর এ বাঁধনে বাঁধিয়া রেখ না;
অধীনের কথা কি প্রভু একেবারে
ভুলেছ ??

(৫৯)

প্রভু হে করে রেখেছ আমারে ভিখারী !
ধনীর দুয়ারে ধরণা লাগায়ে
আজও ঘুচিল না ফকিরি।
তোমার দুয়ারে আমি পড়ে থাকি
কত গানে কত নামে তোমায় ডাকি
কোথা ফাঁক পেয়ে তুমি দেও ফাঁকি
খেল সদাই লুকোচুরি।

তবে কেন আর মিছে গাহি গান
কেন ব'সে গাথি মালা
না মিলিলে দেখা কেন ব'সে থাকা
কেন গাওয়া কেন বলা ?
তবু যেন মোর এইই লাগে ভাল
তব গানে কথায় পরাণ জুড়াল
তোমার বিরহ দিয়ে দিয়ে গেল
নব নব রস মাধুরী।

তাই বুঝি তুমি ধরা নাহি দেও
খেলা কর নানা ছলে,
"বুড়ি, বুড়ি" খে'লে 'বুড়ি' ছুয়ে দিলে
আর কি হে খেলা চলে ?
সঙ্গ সুখ চাই এতে ভুল নাই
তব সনে রসের স্ফূর্ত্তিও চাই
ভাবে ভাবে যেন আনন্দ পাই
আমি যে আনন্দ-ভিখারী ॥

(৬০)

যা কিছু পেয়েছি তোমা হ'তে প্রভু
সব দিতে হ'বে ফিরায়ে;
আমারে এ ভবে আনিলে হে আর
নিলে অভিনয় করায়ে।

ধন জন গেহ হ'বে রেখে যেতে
কাণা-কড়ি সাথে পারিব না নিতে
দেহ পুড়ে ছাই হ'বে আগুনেতে
যাবে তা বিশ্বে ছড়ায়ে।

দেহ-হারা হ'য়ে দীর্ঘশ্বাস বেয়ে
প্রাণ মিশে যাবে পবনে,
আত্ম-চেতনারে নিজ মুঠোয় করে
রেখে দিবে কোন্ গহনে।

সবই তোমার প্রভু নিয়ে নিবে সবই
মিছে কেন তবে "আমি" "আমার" ভাবি,
খেলার ঘুটি আমি হার জিতের দাবী
কিছু নাই মোর ধরায় এ।

খেলিতেছ তুমি মোরে লয়ে স্বামি,
মিছে মায়া মোর ভাবনা
দু'দিনের খেলা দু'দিনে ফুরাবে
খেলা-শেষে আর রব না।

হৃদে বসে তুমিই কর সমুদয়
যেমন চাও তেমন হয় অভিনয়,
তবু সব কাজে কেন দয়াময়
"আমি" টারে রাখ জড়ায়ে ??

(৬১)

এ জীবন ভরে পথ চলিলাম
এখনও দেখি কত বাকী,
কত গান ত আমি গাহিলাম
কিছুই হয়নি গাওয়া দেখি !

মন্দির চূড়া ঐ দেখা যায়
ঐ উঁচু গিরির মাথায়
ঐ যে পতাকা উড়ে বায়
শুধু তার দিকে চেয়ে থাকি।

চলিতে চলিতে আসে বাঁধা
পথেরে রয়েছে তারা ঘিরি,
কত বাঁক কত আছে ধাঁধাঁ
চলিতে কেবলি হয় দেরী।

কত কাল পথ চলিব
কত দিনে শিখরেতে যাব
মন্দির-গৃহে স্থান পাব
আশায় আর কত প্রাণ রাখি ?

এ কি মায়া মরীচিকা সব
ঐ দূর আকাশের গায় ?
যত আমি কাছে যেতে চাই
কেবলি তা' দূরে সরে যায় !

প্রাণ মোর শুধু হায় কাঁদে
পড়েছে কি বিষম এক ফাঁদে,
জানি না যে কোন্ অপরাধে
পথ মোরে দেয় শুধু ফাঁকি !

সম্মুখে পথ আর পথ
চলিয়াছি কেহ নাই সাথে,
শুনি নাকি আরও বহু লোক
মোর আগে গেছে এই পথে।

তা'রা কিগো গিয়াছে চূড়ায় ?
ক্লান্ত পথিক কাঁদি "হায়,
হে দেবতা র'য়েছ কোথায় ?
সোজা পথে নেও মোরে ডাকি" !!

(৬২)

কী পথে চলেছি সঠিক জানিনা
জানি যাই তব কাছে;
যে পথেই ধাই আমার ধারণা
তোমার দৃষ্টি আছে।

কত কুশাঙ্কুর বিঁধিতেছে পায়
খুঁজে ফিরিতেছি শান্তি সুষমায়
দূর দিগন্তে মন মোর ধায়
যেথা সব পথ গেছে।

সুপথ কুপথ জানিতে চাহিনা
চাহিনা ডাহিনে বামে
পথ শেষে তোমায় পাব কি ভাবিনা
কী যে হ'বে পরিণামে।

আমি চলে যাই শুধু তোমা চাই
দূর হো'ক্ যত পথের বালাই
জানি তোমা তরে যে দিকেই যাই
তুমি আছ পাছে পাছে।

ভাল না মন্দ কি লাভ বিচারে
যত পথ যত মত
সবই শেষে প্রভু গেছে তব দ্বারে
সব পথ তব পথ।

যে বা তব প্রেমে ব্যাকুল বিভোর
তারে দেও তুমি তব জয়-ডোর
দিলাম তোমারে প্রাণ মন মোর
নাও নাও টেনে কাছে॥

(৬৩)

হে মোর দেবতা!
শ্রীচরণে দিনু অঞ্জলি মোর
যত গান আর কবিতা।

যত গান গাই তোমারে শুনাই
প্রাণের আকুতি তোমারে জানাই
যাহা লিখি জানি তোমার কথাই
পায়ে সঁপে দেই সবি তা।

নাহি মোর আর কিছুই দিবার
নাহি পূজা জপ ধ্যান
প্রাণ মন দিয়ে তব গান গেয়ে
জানাই একটি প্রণাম।

চিরদিন আছ আমার অন্তরে
কেউ আর না চায় তুমি চাও মোরে
দোঁহে আলাপন প্রাণের আসরে,
কুড়াই আনন্দ-বারতা।

[পঃ পৃঃ দ্রঃ]

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

নহে নহে এরা নিছক কবিতা
নহে এরা শুধু গান
তব সাথে এরা মিলনের সেতু
বিরহের রস প্রাণ।

তোমায় কাছে এনে ওহে প্রাণনাথ
এরা দিল মোরে জীবনের স্বাদ
বহিয়া এনেছে সুখ-সংবাদ
তব প্রেম তব মমতা।

তাই এরা মোর প্রিয় সহচর
রাখি সবে বুকে করি'
অতি প্রিয় তাই তোমায় প্রিয়বর
দিনু অঞ্জলি ধরি'।

দিও না সরা'য়ে রেখ রেখ পায়
তোমার সৌরভে যেন ভরে যায়
আমারেও সাথে দিতে মন চায়
বল বল কবে ল'বে তা'॥

(৬৪)

দেবতা তোমারে দিয়াছি হৃদয়
পাই নি ত প্রতিদান,
পেয়ে নিজ হাতে আপন খুশীতে
করেছ তা খান্ খান্।

গুঁড়া করে তায় মিলালে ধূলায়
অশ্রু আমার নদী হ'য়ে যায়
প্রাণের সুবাস পবনে মিলায়
গগনে হারাল গান।

রঙ্গীন স্বপন সব গেছে মিশে
অরুণ আলোর সনে
পরাণ আমার ছড়ায়ে দিয়েছ
বিশ্বের অঙ্গনে।

আমি আজ তাই হারা হ'য়ে মোরে
ধূলি হ'য়ে আছি তোমার দুয়ারে
নানা রূপে রসে গন্ধে ও সুরে
করি তোমা আহ্বান।

ছিল আশা মনে কোনও শুভক্ষণে
যাবে এই পথ দিয়া;
এবে মনে হয় দিয়াছ কি মোরে
সকল দুয়ার খুলিয়া ?

বুঝি সব ঠাঁই ধরা দিলে মোরে
বিরাট এলে এ ক্ষুদ্র আধারে,
এ কি প্রতিদান দিয়েছ আমারে—
শুধু চেয়েছিনু পায়ে স্থান !!

(৬৫)

প্রভু
হায়, গান আমার চরণ তোমার
কেন যে পায় না,
তাই ত আমার এত ব্যথার
গান ও ফুরায় না।

দূরে বসি' বাজাও বাঁশী
আশায় আশায় থাকি বসি'
গান গেয়ে যাই দিবা নিশি
প্রাণ ত জুড়ায় না।

আঁধার ঘরে ঘুমের ঘোরে
শিশু চায় মাকে
পায় না খুজে তবু বোঝে
মা কাছেই থাকে।

তেম্‌নি করে আমারও মন
নিত্য তোমায় করে স্মরণ
যদিও আজও পায়নি চরণ
(তবু) ভরসা হারায় না।—
আমার ব্যথার আমার আশার
গানও ফুরায় না ॥

(৬৬)

রাজার ভবনে চলে নিশিদিনে
উৎসব ধূমধাম,
সেথা না কি গেলে সব কিছু মিলে
লোক মুখে শুনিলাম।

তাই আমি এলাম রাজার দুয়ারে
ছিন্ন বসনে ভিক্ষাপাত্র করে
ভয়ে ভয়ে থাকি দাঁড়ায়ে কিনারে
লোক চলে অবিরাম।

সেথা ধনীমানী আর গুণীজ্ঞানী
কত আসে কত যায়,
আমি জড়সড় ক্ষুধায় কাতর
কেহ নাহি ফিরে চায়।

তারা আনে সাথে কত উপহার
আমার ত নাই কিছুই দিবার
জীবন ভরিয়া শুধু অনিবার
চাহিলাম আর চাহিলাম।

বাহিরে ওধারে মোর মত যে রে
ভিখারীতে গেছে ভরি'
অন্ন-কণা তরে মানুষে কুকুরে
করিতেছে কাড়াকাড়ি।

[পঃ পৃঃ দ্রঃ]

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

আশায় আছি বসে, গেল দিনমণি;
ভাবি রাজার সভায় গায় কত গুণী
আমি যেতে পারি লয়ে গান খানি,
দয়া হ'লে গাহিলাম।

ভিখারীর গান কেবা দিবে কাণ
কোথা তান লয় সুর
গুণীরা সকলে পারিষদ মিলে
করে দিবে মোরে দূর!

তাই শুধু ভাবি হ'য়ে ম্রিয়মান
রাজারে কেমনে শুনাব এ গান
মোর দুখের কি হ'বে অবসান
পূরিবে কি মনস্কাম?
জানি ভাল মতে রাজার সভাতে
ভিখারীর কিইবা দাম!!

(৬৭)

প্রভু
তুমি শুধু সার আর সব অসার
এ কথা জানিব কবে,
তুমি মনোমাঝে কাজে বিনা কাজে
সদা জাগ্রত রবে ?

থেকেও সংসারে ভাবিব তোমারে
তোমার কাজ আগে আর সব পরে,
তোমার পথ ধরে আলোকে আঁধারে
জীবন মধুর হ'বে ?

ল'য়ে যত মিছে মন পড়ে আছে
সুখ এলে দুখ আসে পিছে পিছে,
অনিত্যের খেলা বুঝেও বুঝি না যে
মজিয়া রয়েছি ভবে।

মায়াজাল ছিঁড়ি আমায় তোল ধরি
যেন তোমায় স্মরি যে কাজ আসে করি
তুমি শেষ গতি জেনে পথে ফিরি
থাকি সদা তোমার ভাবে ॥

(৬৮)

আমার বাঁশীটি প্রভু কেড়ে কভু নিও না;
বাজাতে জানিনা বলে ফেলে দিতে চেও না।
কত ব্যথা বহি বুকে বাঁশী সাথী সুখে দুখে
তাহারে লুকায়ে রেখে ব্যথা আরও দিও না।

এ ভাঙ্গা বাঁশী নিয়া খেলা করি নিশিদিন
ভুলে থাকি অতীতের সুখে দুখে ভরা দিন;
যখন যেমন পারি বাঁশীটিতে তান ধরি
শুনে' তা' বিরাগ ভরে দূরে সরে যেওনা।

আমি ত পাই না দেখা জানাতে পারি না ব্যথা
বাঁশী মোর কেঁদে কেঁদে জানায় দু'এক কথা;
আজি এই বেলা শেষে যদি তব কাণে পশে
বাঁশী বাজে সেই আশে বুঝে কেন বুঝ না?

আমি ত পারি না দিতে সেবা পূজা জপ ধ্যান
আখি জল নাহি মোর গাহি তাই শুধু গান
আমি যে তোমার লাগি বাঁশী ল'য়ে নিশিজাগি
এ বাঁশী হারাই যদি প্রাণে আর র'ব না!

যাহা কিছু এই ভবে সকলই ত তুমি নিবে
আমার শেষের সাথী বাঁশীটিরে নিও না॥

(৬৯)

অঙ্গ আমার ঢাক্‌ব এবার
নবীন গৈরিকে
আনন্দেতে চলব পথে
রুখ্‌বে মোরে কে ?

ছিন্ন করি মায়ার বাঁধন
মন-বিহঙ্গ উড়বে তখন
রঙ্গীন হ'য়ে দূরের স্বপন
টান্‌বে আমাকে।

তখন উদার আকাশ্‌ আমি
সবায় নিই বুকে
কেউ নহে পর কেউ নহে দূর
মোর জীবন থেকে।

সবার মাঝে আমায় দেখি
সবায় হিয়ায় জড়িয়ে রাখি,
মুগ্ধ হ'য়ে রইবে আঁখি
নবীন আলোকে।

[পঃ পৃঃ দ্রঃ]

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

সবই যখন আমি তখন
আমি আবার কে
কোথায় কেমন রূপে কখন
খুজব নিজেকে ?

সবই অভয় সবই অশোক
সেথায় অপার আনন্দ-লোক,
পরম স্থিতি নিত্য লভুক
চিত্ত পুলকে।

হে মোর স্বপন পূণ্য লগন
আজকে সুমুখে,
হো'ক অভিষেক আজ সুরু হোক
যাত্রা পলকে।

রঙ্গীন বসন রঙ্গীন এ মন
রঙ্গীন আমার বিশ্ব ভুবন
রঙ্গীন কেতন ওড়াও এখন
নবীন গৈরিকে !!

(৭০)

আমার মনে কথা ছিল
তুমি দিলে তায় সুর,
হে প্রিয় তাই কথা গুলি
গান হ'ল যে মোর।

আমার প্রাণের যতেক ব্যথা
কাঁটার মতন ছিল গাঁথা
তোমার মোহন পরশে তা
হ'ল হে মধুর,
মূর্চ্ছাহত মনের কথা
প্রাণ পেল যে মোর।

হৃদয় আমার হারিয়েছিল
গভীর আঁধারে
তুমি সেথায় জ্বাল্‌লে প্রদীপ
খুজে নিলে তারে।

গহন বনে ছিলাম বসি'
তুমি হাতে দিলে বাঁশী
গানেই ধরা দিলে আসি
আর রইলে না সুদূর;
মনের কথা তোমার প্রেমে
গান হ'ল যে মোর ॥

(৭১)

মালা জপে' কি আর হ'বে
    কে পায় তাঁরে মালা গুণে',
সে গোনাগুনতির ধার ধারে না
    দেয় না ধরা সে প্রেম বিনে।

তার নামের রূপের অন্ত কোথায়
    ডাকে সবাই যায় প্রাণ যা' চায়
    শুধু তা'তে তাঁরে কি পায়
        যদি না চায় প্রাণের টানে।

কি নাম ধরে ডাকব তাঁরে
মনে পড়লেই মজে থাকি,
কেমন রূপ তাঁর রয় না মনে
চুপ হ'য়ে যায় ডাকাডাকি!

তখন কি দেখি আর কি দেখি না
    কি যে বলি তাও বুঝি না
    কোনও কথাই আর ভাবি না
        কি যে হয় তা কে বা জানে!!

(৭২)

হও শুদ্ধচিত শান্ত সমাহিত
হের পরমসত্য আপনাতে,
কর প্রণিধান, পূর্ণ-আত্মদান
শ্রীপদে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে।

ভাব সে মহান্ তত্ত্ব অনিবার
এ বিশ্ব জগতের যিনি মূলাধার
আছেন আত্মারূপে অন্তরে সবা'র
কর তাঁয় জাগ্রত ভাবনাতে।

দেখ দেখ তাঁর জ্যোতির গরিমা
দিকে দিকে তাঁর অপার মহিমা
যাঁহার করুণার নাহি কোনও সীমা
যাঁর প্রেম টানিছে দিনে রাতে।

সেই পিতা মাতা প্রভু প্রিয় হয়
বিশ্ব তাঁর প্রকাশে পায় পরিচয়
সেই মূল-তত্ত্বে কর আত্ম-লয়
আনন্দে পরম-কারণেতে ॥

(৭৩)

আমি যেন সারাদিন আনন্দ গান গাই,
বৃথা ভাবনার কভু অবসর না পাই।

মনে যেন নাহি আসে কভু চিন্তা লেশ
আমারে না পীড়া দেয় যত চিত্ত-ক্লেশ
দুখ ভয় দূরে রয় পাই প্রেমাবেশ
সুখে ডুবে যাই।

আমি যেন সারাদিন তাঁরই কাজ করি
যখন যে কাজ আসে তাঁরই দান স্মরি;

তাঁরই হাতে তাঁরই কাজ হয় সমাপন
তাঁরই চোখে চেয়ে দেখা সে কাণে শ্রবণ
কাজ শেষে ফল যেন করি নিবেদন
শ্রীচরণে তাঁরই।

আমি যেন সারাদিন ডুবে রই ধ্যানে
তাঁরে ছাড়া নাহি জানি শয়নে স্বপনে;

কোথা দিয়ে দিন যায় নেমে আসে নিশা
তাঁরে লয়ে কাটে যেন নাহি পাই দিশা
আছি আমি আছে সে আর ভালবাসা
নিবিড় মিলনে॥

(৭৪)

হৃদয় কুম্ভ ভরবে যেদিন
থাম্‌বে কলধ্বনি
এক পাশেতে রইবে পড়ে
আমার বীণাখানি;
তখন আমার পরাণ জুড়ে
বাজবে যে গান গভীর সুরে
নিবিড় সুখে ধরবে তারে
সকল চিত্তখানি,
দৈন্য যাবে ধন্য হবে
মৌন মুখর বাণী।

প্রেমের বন্যায় ভাস্‌বে যে দিন
হৃদয়-তরঙ্গিনী
স্তব্ধ হ'বে কলগীতি
উতাল পরাণ খানি;
তলিয়ে যাবে গভীর দেশে
এ কূল ও কূল যাবে ভেসে
অকূল সিন্ধু নিবে শেষে
অতল বক্ষে টানি';
পথের শেষে মাণিক হ'য়ে
রবে তার গান খানি।

[পঃ পৃঃ দ্রঃ]

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

হৃদয় গুহার মণি কোঠায়
জ্বল্‌বে যে দিন মণি
হাজার যুগের আঁধার যাবে
হাস্‌বে হিয়ার খনি;
আমার মনের রঙের খেলা
অশ্রু হাসি গানের মেলা
এই বিরহ-মিলন-পালা
সব মিলাবে জানি;
মনির আলোয় নূতন সুরে
জাগ্‌বে চিত্তখানি ॥

(৭৫)

যদি আমার হৃদয় সরোবরে
হুহুল দোলায় কেবলই ঢেউ নাচে,
হায়রে আমার প্রাণের চাঁদের ছবি
কভু সেথায় ফুটতে পারে না যে!

আশা নিরাশার পবন বয়ে যায়,
চাঁদের বিম্ব ভেঙ্গে ভেঙ্গে হায়
ঢেউ এর সাথে লুটুপুটি খায়
নয়ন তারে ধরতে নারে খুঁজে;
চিদাকাশে চাঁদ যে কেবল এড়ায়
কিছুতেই তায় ধরতে পারি না যে।

আমার মনের মন্দিরের মাঝে
দেখি জ্বলে একটা ক্ষীণ শিখা
আমার ব্যথার দীর্ঘশ্বাসে যেন
কাঁপে কেবল হয় তা মসীমাখা!

হৃদয়-মাঝে খুঁজে পেলাম যারে
নিত্য ঝড়ে নিভাতে চায় তারে
দিবানিশি হায় গো কেমন করে
কত যে আর আড়ালে যায় রাখা?
আমার উষ্ণ নিশ্বাস লাগে যে রে
তাইত উজল হয় না প্রাণের শিখা।

[পঃ পৃঃ দ্রঃ]

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

যদি আমার হৃদয়-তরঙ্গিনী
নেচে নেচেই চলে স্রোতের বেগে,
কেমনে বুকে ফুটবে কমলিনী
আস্‌বে অলি বস্‌তে অনুরাগে ?

যদি চলে জোয়ার ভাটার খেলা
হয় সে মলিন ধারায় মিশে ঘোলা
যদি হরেক রঙ্গের তরীর মেলা
সারা বেলা ঘাটে ঘাটে লাগে ?
তরঙ্গেরা কেবল আঘাত দিলে
কেমনে কমল নয়ন মেলে জাগে ?

আমার বুকের বীণার তাঁরে তাঁরে
সুরে সুরে যে গান পেল সাড়া,
আঁধার প্রাণে আলোর রূপটী ধরে,
আনন্দেতে কর্‌ল আত্ম-হারা;

যদি বীণার নিতুই ছিঁড়ে তাঁর
আঘাত হানে যত মনের ভার
কেমনে বাঁধি বীণারে বার বার
গান যে আমার হারায় প্রাণের ধারা;
এম্‌নি যে হায় কেবলই আমার
অবুঝ পরাণ হ'লরে পথ-হারা !!

(৭৬)

এ ঘর যখন ছাড়তে হ'বে
হায়রে, সে ক্ষণে
তুফান হঠাৎ উঠ্‌বে কি মোর
মনে ? — কে জানে !

হয়ত নাম্‌বে বৃষ্টিধারা
বইবে হাওয়া পাগল-পারা
হ'বে লণ্ড-ভণ্ড ভাঙ্গা-চোরা
সারা ভবনে;
এম্‌নি ভাবেই গৃহ-ছাড়া
হ'ব ? কে জানে !

আমায় ঘর কি ছাড়তে হ'বে
এমন লগনে ?
চম্‌কাবে না দামিনী কি
বারেক গগনে ?

চেয়ে আলো—আরও আলো
আমার সারা জীবন গেল;
তবু পথ মোর র'বে কালো
মহা প্রস্থানে ?
বিধাতার কি আছে মনে
হায়রে, কে জানে !!

(৭৭)

আমার মাঝে আছ প্রভু
নীরব উদাসীন,
তাই আমা'তে তোমার প্রকাশ
হয়নি কোনও দিন।

তাই ত ধূলায় তৃণের মত
পাই পদাঘাত নিত্য শত
কোনও কাজেই লাগি না ত
জীবন অর্থ-হীন;
আমার বেলায় তুমি নাথ
এতই উদাসীন।

দিবার আমার নাই কিছু তাই
পাই হে সবার হেলা
এ জীবন-সায়র কেমনে তরি
লয়ে দুখের ভেলা।

তোমার রূপটী ফুটত যদি
প্রকাশ পেতে নিরবধি
প্রেম-তরঙ্গে হৃদয়-নদী
নাচত অনুদিন;
কার পরশে আসবে আবেগ
তুমিই উদাসীন!

দৃষ্টি তোমার আমার দিকে
সদাই নির্ব্বিকার,
চেয়ে চেয়েও কাতর চোখে
পাই নে সাড়া তার।

হায়, অজানা সে কোন ভুলে
লাগ্‌ল কুঠার জীবন-মূলে,
তাই পেলাম ঠাঁই ধূলির কোলে
রিক্ত দীন হীন!—
হতাশ হ'য়ে আমিও শেষে
হ'লাম উদাসীন!!

(৭৮)

অবসর পেলে আসি একটু নীরবে বসি
এ নিজন ঘরের কোনে,
কত যে গানের মেলা মনেতে করে খেলা
আর তোমায় পড়ে গো মনে।

যখনি একটু খানি চক্ষু বুজি
এ মন যেন কারে বেড়ায় খুজি
কত যে আলো এসে এ চিত আকাশে হাসে
কার ছবি ভাসে নয়নে,
কখন যে অজানিতে বেদনা জাগে চিতে
আর তোমায় পড়ে গো মনে!

কত না ফুল ফোটে মধুপে মধু লোটে
মোর ঘরের পাশে বাগানে
সুবাস ছোটে বায়ে আমি যে থাকি চেয়ে
তোমারে যে পড়ে গো মনে!

বিজন নদী কূলে বনের ধারে
আমার মন মরে খুজিয়া কা'রে
আকাশে মেঘদলে আলস ভরে চলে
হু হু করে প্রাণ পবনে;
কত গান আসে কাণে নানান্ সুরে তানে
আর তোমায় পড়ে গো মনে!

তোমারে নাহি পেয়ে জীবন গেল বয়ে
ফুরায়ে আসিল বেলা
দিতেছ দূরে থাকি মনেতে উঁকি ঝুঁকি
হে নিঠুর, এ কি খেলা ?

মনেতে জেগে আছ তবুও ভাল
এবার হিয়ায় তীব্র বিরহ জ্বাল,
আমার এ হৃদি-বীণ কাঁদুক হে নিশিদিন
হে প্রিয় তোমায় বিহনে,
যেন স্বপনে জাগরণে জীবনে ও মরণে
শুধু তোমায় পড়ে গো মনে !!

(৭৯)

প্রভু, আজি তোমার পায়ে
এইটুকু মোর প্রার্থনা
এ দেহ যখন ছাড়তে হবে
পাই না যেন লাঞ্ছনা।

যবে নাম্‌বে আঁধার জাগ্‌বে গো ভয়
সকল ভরসা পাবে গো লয়
বিদ্রোহী মোর সকল অঙ্গ
করবে মারণ মন্ত্রণা,
তোমার স্মৃতির আলো তখন
দেয় গো যেন সান্ত্বনা।

কোথায় যাব কি হ'বে মোর
এ সব ভাবনা মন-টাকে
ক্ষুন্ন যেন করতে নারে
তোমার পানেই স্থির থাকে।

তোমার লাগি মোর যত গান
নূতন রূপে পায় যেন প্রাণ
মনের বীণায় গভীর সুরে
জাগায় যেন মূর্ছনা,
ব্যথার ফুলে ও'চরণ মূলে
করতে পারি অর্চ্চনা।

তোমার শীতল হস্তখানি
রেখ আমার মস্তকে
কর্ণরন্ধ্রে মুক্তিমন্ত্রে
শুনা'য়ো সুর-সপ্তকে।

তোমার উদার বক্ষ পানে
আমায় তুমি নিও টেনে,
প্রভু, আমার শেষের দিনে
আর ক'রো না বঞ্চনা,
প্রেমানন্দে ভুলিয়ে দিও
দেহান্তরের যন্ত্রণা ॥

(৮০)

প্রভু,
দেখা ত দিলে না দিলে প্রাণে গান
তা'দিয়ে রাখিলে ভুলায়ে,
আঁধার হৃদয়ে রয়েছ লুকায়ে
ক্ষীণ আশা-দীপ জ্বালায়ে।

চাহিনু তোমারে দিলে খেলার বাঁশী
চেয়ে প্রেমানন্দ নিরানন্দে ভাসি
তব অদর্শনে মরি দিবানিশি
যেতেছ আমারে এড়ায়ে।
শুধু গান দিয়া ভাঙ্গা বাঁশের বাঁশী
আমারে রাখিলে ভুলায়ে ॥

আমি ব্যথার মালা বসে বসে গাঁথি
চোখে ঘুম নাই কাঁদি দিবারাতি
এ জীবনে তুমি হ'লে না ত সাথী
দিন গেল মোর ফুরায়ে।

ছিন্ন ঝোলা ভরা যত গানের কলি
বিফল প্রাণের অস্ফুট কাকলি
মরু প্রান্তরে হারা'ল সকলি
কোথা যাবে সব মিলায়ে।

আমার আকুতি আমার বেদন
নীরব নিরাশ নিভৃত রোদন
তোমার পূজার যত আয়োজন
ধূলায় যেতেছে লুটায়ে।

কবে হে আসিবে মোরে তুলে নিবে
কাছে বসে আমার এ গান শুনিবে
তোমা পেয়ে মন ভুবন ভুলিবে
দিব পায়ে মোরে বিলায়ে।
এস এস আর গানের খেলা দিয়ে
রেখ না আমারে ভুলায়ে॥

(৮১)

হে শিব সুন্দর, সত্য রূপে
বিরাজিত রহ হৃদয়ে
তোমার প্রকাশ সদা রহে
অন্তরে অভয়ে জয়ে।

নিত্য সত্য-মান-দণ্ড ধরি',
কষ্টি পাথরে সব পরখ করি',
সত্য আলোকে দেও পথটি ভরি
সত্য সংকল্প লয়ে।

মিথ্যার কুহকে মন যখনই মোহে
ভুল পথে চাহে চলিতে
তুমি সত্য ব্রত রহ চির জাগ্রত
সাবধান–বাণী বলিতে।

সত্য পথ ছেড়ে যে যায় দূরে
তারে ফিরাও কৃপা-আঘাত করে,
এ বিশ্ব বেঁধেছ প্রেমে সত্য ডোরে
সত্য সুন্দর হয়ে।

সত্য নামে রূপে দিয়াছ ধরা
বিলাইছ সত্যবাণী
বহাইছ শাশ্বত আনন্দ ধারা
ভরিয়া এ চিত্ত খানি।

দূরে যাক পুড়ে যাক মিথ্যা যত
পূর্ণ হোক ব্রত তব হে সত্যব্রত
সবে পুণ্য পতাকাতলে করাও নত
সত্য মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে ।।

(৮২)

মন, পান কর প্রেম-মদিরা।
ভব জ্বালা যাবে মহাসুখ পাবে
সদ্‌গতি হ'বে সুচিরা।

সদা সাধুসঙ্গে মজে রবে রঙ্গে
ডুবি' প্রেম-রসে হেরিবে ত্রিভঙ্গে
তত্ত্বতঃ তাঁরে জানিতে পারিবে
ভক্তি লভিয়া অপারা।

দিব্য দৃষ্টি আর যেই দিব্য জ্ঞান
তিনিই তোমারে করিবেন দান
অচিরেতে তুমি পাবে পরিত্রাণ
বহিবে আনন্দের ধারা।

তিনি রসরাজ তিনি প্রেম-সিন্ধু
ভেসে যাবে তুমি পেলে এক বিন্দু
প্রেমানন্দে কর নাম গুণ গান
সদা রহ মাতোয়ারা॥

(৮৩)

চিত্ত যেদিন শুদ্ধ হ'বে
মনটি হ'বে ফাঁকা
সেদিন প্রভু সফল হ'বে
তোমায় যত ডাকা।

পবন বহে জগৎ জুড়ে'
শূন্য পেলেই পূর্ণ করে
তেম্‌নি তুমি শূন্য মোর এ
হিয়ায় দিবে দেখা;
জানি সেদিন সফল হ'বে
আমার যত ডাকা।

মনটি ভরা আছে পোরা
যত আবর্জ্জনা
যতদিন সব হ'বে না সাফ্‌
হ'বে না মার্জ্জনা।

ততদিন কি তোমার চরণ
পড়্‌বে হেথা হে দীন-শরণ;
হায়রে এমন মলিন এ মন
যায় কি চরণ রাখা ?
বল কেমন করে এখন
করি এ মন ফাঁকা ??

(৮৪)

আমার এই জীবন ভেলায় কে যেন হায়
যায় যে বেয়ে যায় গো
আমি তায় খুঁজে মরি কই কাণ্ডারী
কোন্ পথে সে ধায় গো।

আমি তায় বুঝতে নারি রুখ্‌তে নারি
যেমন খুশী চালায় তরী
কোন্ কূলে সে ধর্‌বে পাড়ি
কভু না জানায় গো।

হায় গোপনে কোন লগনে
সে এল এ ভেলাতে
আপন মনে রাত্রি দিনে
মাত্‌ল রে খেলাতে।

ভেলা আজ কুল কিনারা হ'য়ে হারা
ভেসে বেড়ায় পাগল পারা
দিন ফুরাল ফুটল তারা
তবু পথ না ফুরায় গো।

[পঃ পৃঃ দ্রঃ]

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

আমার এই ভেলা দোলে ঢেউয়ের কোলে
রোদ আর বাদলে
কখনও প্রবল ঝড়ে নাচায় তারে
ভাবি "ডোবালে"!

আমারে যেমনটি চায় তেমন চালায়
যেমন খুশী দোলায় খেলায়
এ পরাণ হায় রয় অসহায়
খেই খুজে না পায় গো।

আমি তাই আছি বসি' মন উদাসী
চেয়ে দূরের পানে
আমার এই গোপন হিয়ায় বাজল ব্যথায়
সেই কথাটি গানে।

আজ আমি হাল ছেড়েছি দাঁড় ছেড়েছি
পালের রশি সব ছিঁড়েছি
অচিন মাঝির পায় সঁপেছি
নি'ক সে যেথায় নেয় গো !!

(৮৫)

১

কত কাল ধরে
ভিতরে বাহিরে
খুজিনু তোমারে
প্রভু,

তুমি নির্ব্বিকার
আছ অনিবার
ধরা নাহি দিলে
কভু !

আমি ত কাতরে
ডেকেছি তোমারে
সারাটি রাত্রি-
দিন;—

কে কয়, "না-না-না-
তুমি ত পাবে না,
তুমি দীন অতি
হীন !"

২

আমি ত প্রভাতে
তুলে নিজ হাতে
গেঁথেছি ফুলের
মালা,

তোমারি চরণে
অতি সন্তর্পনে
সঁপেছি পূজার
থালা,

কাতর নয়নে
চেয়ে মুখ পানে
রয়েছি রজনী-
দিন,

কে যে কয় "না-না
তুমি ত পাবে না,
তুমি দীন তুমি
হীন !"

[পঃ পৃঃ দ্রঃ]

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

৩

সব তেয়াগিয়া
তোমারই লাগিয়া
ভ্রমিয়াছি কত
দেশে

ত্যজিয়া বিলাস
ল'য়ে জীর্ণ বাস
দীন ফকিরের
বেশে;

লভিব তোমায়
এই ভরসায়
হ'য়েছিনু অতি
দীন;—

তবু কে যে কয়
"নয়-নয়-নয়-
আসেনি তোমার
দিন!"

৪

ভাবিয়াছি মনে
এ ছাড় জীবনে
মিটিবে না যদি
আশা,

খুলে' মন প্রাণ
গেয়ে দুটি গান
জানাই মনের
ভাষা;

জানাই তোমারে
কেন হেল মোরে
হ'য়ো নাক কৃপা-
হীন;

কে যেন রে কয়,
"হয়নি সময়
হও হীন আরও
দীন!!"

(৮৬)

শোন শোন পুরবাসী,
দেখ দেখ আসি দুয়ারে দাঁড়ায়ে
নবীন সন্ন্যাসী।

এ সংসারে তার ফুরায়েছে আশা
ফুরায়েছে মায়া স্নেহ ভালবাসা
মৌন হ'য়েছে কণ্ঠের ভাষা
আজ গৃহ-ছাড়া পরবাসী।

আর নাই তার কোনও প্রয়োজন
নাহি আর চাওয়া পাওয়া
নাহি সঞ্চয় নাহি শোক ভয়
নাহি রাখা ফেলে যাওয়া।

কিছু নাই যার সবই যে তাহার
বিশ্ব জুড়িয়া তার ভাণ্ডার
"আমার" "তোমার" নাহিক বিচার
মোহ অজ্ঞান রাশি।

পথে ঘাটে বাটে দূরে বা নিকটে
তাহার নিমন্ত্রণ
প্রতি পদক্ষেপে প্রতি অন্ন গ্রাসে
শুধু রয় নিবেদন।

[পঃ পৃঃ দ্রঃ]

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

হৃদয়ে লুকায়ে রেখেছে যে জ্যোতি
স্নিগ্ধ আননে তার শুভ্র দ্যুতি
ছিন্নবাস ভেদি' অঙ্গ-কান্তি
আপনি উঠিছে ভাসি'।

হৃদি ভরপুর জীবন মধুর
বুক ভরা শুধু গান,
যে পথেতে ধায় বিলাইয়া যায়
মহান্ উদার প্রাণ।

দাও যাহা পাও এনে ভিক্ষা দাও
দরশন করি নয়ন জুড়াও
হৃদয় কুম্ভ ভরে সুধা নাও
মজ প্রেমে দিবানিশি।

কি সুখের তরে ডুবে এ সংসারে
রয়েছে আমার মন,
কিসের ভরসা কিসের প্রত্যাশা
কেন ঘোরাঘুরি বন্ধন ?

সব ছেড়ে যে জন সকলই পেয়েছে
আজ দীক্ষা চাই সে সন্ন্যাসীর কাছে
শূন্য ঝোলায় তার যে আনন্দ আছে
আমি তার প্রত্যাশী॥

(৮৭)

আজ চারিদিক হ'য়ে গেছে ফাঁকা
মনটা বড় উদাস,
এসেছে—এসেছে—সময় এসেছে
এবার নিব সন্ন্যাস।

এ চিত গগনে টুটিল রজনী
পূরব তোরণে জাগে দিনমণি
এ শুভ লগনে সর্ব্ব-হারা আমি
ঘুচাব বিষয়-ফাঁস।

হেরি চৌদিকে অপার আলোকে
নিয়তির শেষ লিখা
জ্বলে দিগন্তে নব জীবনের
বিরজা হোমের শিখা।

দেও দেও মোরে ভিক্ষার ঝুলি
কন্থা কৌপিন গৈরিক নামাবলি
দণ্ড কমণ্ডলু করে দেও তুলি'
কণ্ঠী তিলক বহির্ব্বাস।

(আমি) দীপ শিখা সম পথ দিয়া যাব
উজল করিয়া দিশি
মুখে হরিনাম হ'বে অবিরাম
প্রাণারাম দিবানিশি।

[পঃ পৃঃ দ্রঃ]

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

লয়ে একতারা হ'য়ে আত্মহারা
গাইব নেচে নেচে পাগলের পারা
জাগাব চেতনা দিকে দিকে সাড়া
ঘুচাইব মোহ-পাশ।

সবে ঘর ছেড়ে আসিবে বাহিরে
পুলকে পূরিত অঙ্গ,
উঠিবে বিপুল প্রেম-কলরোল
উতাল আনন্দ-তরঙ্গ।

আমি ডুবে যাব আর না ফিরিব
নূনের পুতুল সাগরে মিশিব
নিঃশেষে মোরে বিলাইয়া দিব
এই শেষ অভিলাষ!—
হয়েছে-হয়েছে এবার সময়
দাও মোরে সন্ন্যাস॥

(৮৮)

(ভাটিয়ালী)

মনরে, এবার খেলা ভাঙ্গার পালা !
ঐ দেখ্ সূয্যি ডুব্‌ছে পাটে
ফুরিয়ে এল বেলা ॥

হেথায় যখন খেল্‌তে এলি
মজার নেশায় মজে' ছিলি
এখন হেরে হেরে ফতুর হ'লি,
আর কি চলে খেলা ?

ভেবে দেখ মন কে তোর আপন
তোর সাথে রে ভিড়বে ক'জন
(তারা) ভালে আছে আপন আপন
ভরতে নিজের ঝোলা !

আর জেতার আশা ছেড়ে দিয়ে
খেলার সাজ সব নে গুটিয়ে
ধর গে' কোথায় পারের নেয়ে
এ পার থেকে পালা !!

(৮৯)

আমায় তুমি দিচ্ছ প্রভু
নিত্য নূতন কাজ,
আমার তেমন সাধ্য ত নাই
পাই যে তা'তে লাজ।

সাঙ্গ করে' কাজের মেলা
এখন ঘরে ফেরার পালা
আর ত কাজের নেইক বেলা
আস্‌ছে নেমে সাঁঝ।—
আর কেন কাজ করতে বলা
পাই যে তা'তে লাজ ॥

★ ★

তোমার সভায় ডাক্‌ছ আমায়
বল্‌ছ গাইতে গান,
আমার কি আর সেদিন আছে
গলায় সুর বা তান ?

পারব কি আর তেমন করে
গাইতে স্তুতি মধুর স্বরে
লীলার গাথা আবেগ ভরে
বিশ্ব-সভার মাঝ ?—
আমায় কেন ডেকে এনে
দিচ্ছ প্রভু লাজ ??

★ ★

করেছি ত সারা বেলা
যা দিয়েছ কাজ;
যাবার মুখে আন্‌ছ ডেকে
কেন মহারাজ ?

তোমার হাটে বেচা কেনা
করতে শুধু বাড়েই দেনা
আমি প্রভু আর পারি না
দেও অবসর আজ;
ঘরে গিয়ে ভজন করি
দেও মোরে সেই কাজ ॥

* *

অনেক ধূলি লেগেছে গায়
মলিন সকল সাজ;
সভায় তোমার আসতে প্রভু
পাই যে বড় লাজ।

এবার নেয়ে হ'য়ে শুচি
ভূমানন্দে রইব মজি'
আমি যে এই আশায় আছি
করব শেষের কাজ।—
নূতন কাজে ডেকে প্রভু
আর দিও না লাজ ॥

(৯০)

মনোমন্দিরে আজ লইব শরণ
রুদ্ধ করিব দ্বার
সেথা কারও আর রবে না এবার
প্রবেশের অধিকার।

সেথা অকপটে রুধিব কপাট
ঘুচাইব আজ সংসারের পাট
মনোরাজ্যেতে হ'ব রে স্বরাট
ঘিরে নিব চারিধার।

যত কলধ্বনি কাণে না আসিবে
মায়ার মূরতি কাছে না ঘেঁসিবে
বিষয়-বাসনা চিতে না পশিবে
র'ব সদা অ-বিকার।

সেথা রহিবে না ভয় বা বেদনা
রাগ দ্বেষ যত জ্বালা
তর্ক বিচার তুচ্ছ সংস্কার
মিছে সংশয়ের দোলা।

বিরাজিবে সেথা শুভ্র শুচিতা
সৌম্য মধুর শান্ত নীরবতা,
সম্মুখে রাখি প্রাণের দেবতা
কাটা'ব সারাটী বেলা।

বসি একাসনে স্থির শুদ্ধ মনে
ডুবে যাব আমি তাঁহারই ধেয়ানে
আনন্দ প্রবাহে ভাসিব, নয়নে
হেরিব দিব্য-লীলা।

আরতি পূজন ভোগ-নিবেদন
মালা-গাঁথা পড়ে রবে
মন দেহ ছেড়ে কোথা যাবে উড়ে
খুজে কি রে পাওয়া যাবে ?
(তখন) শুনে না শুনিব দেখে না দেখিব
ফুরাইবে কথা আমিও ডুবিব
সচ্চিদানন্দ সাগরে মিশিব
আর না ফিরিব ভবে।

মোর যত গান রহিবে ধরায়
তা'রা যেন লাগে প্রভুর সেবায়
ভুবন ভরিয়া আনন্দ বিলায়—
সে দিন কবে বা হবে !!

(৯১)

মনটা আমার হ'ল পাগল
কেন কে জানে,
আকুল হ'য়ে ফিরে কেবল
কিসের সন্ধানে।

বুঝতে নারি মনের কি চাই
কোথায় গেলে সে ধনে পাই,
ভাবি—জীবন গেল বৃথাই
অ-জানার টানে।

মৃত্যু-মাদল বাজ্‌ছে কেবল
তাহারি ধ্বনি
এগিয়ে আস্‌ছে কাণের কাছে
প্রতিদিন শুনি।

এখন দেখি খুঁজি যারে
সে রয়েছে আমার ঘরে,
মন না পেয়ে আপনারে
ধায় বাহির পানে।—
একটা জীবন গেল হায় রে
বিফল সন্ধানে।

তাই বুঝাই—মন ডোব এবার
প্রাণের গভীরে
খুজ্‌লে তখন পাবে স্বধন
আপন অন্তরে।

ফুটবে আলো দেখ্‌বে স্বরূপ
আকাশ হেন বিরাট অরূপ
(তখন) আপন ভাবেই লীন র'বে চুপ
সে রূপ ধেয়ানে।—
শেষ ক'টা দিন সফল কর
আত্ম-সন্ধানে॥

(৯২)

আমি ফুলের মত চাই তোমার পায়ে যাই
মালার মত ছুলি গলে,
তোমারে ভালবাসি আমি যে দিবানিশি
ধরিতে চাহি হৃদি-দলে।
বসন সম চাই জড়ায়ে রাখি
পরতে পরতে তোমায় বুকেতে ঢাকি'
কাজল হ'য়ে দিয়া আখিতে আখি
ভাসিতে সুখেতে আখিজলে।

বাঁশরী কর মোরে অধরে ধর
পিয়াও হে অধর-সুধা,
মধুর ঢাল সুর পরাণ ভরপুর
মিটাও এ প্রাণের ক্ষুধা।
নূপুর হ'য়ে চাই চরণে বাজি
শিখী পাখা হ'য়ে চুমি অলক রাজি
কটিতে মেখলা হ'য়ে রহি বিরাজি
রাধা হ'য়ে মিলি যুগলে।

এমনি প্রাণ চায় কত না ভাবে হায়
করিতে তোমারে লয়ে খেলা;
কত যে আশা মনে রেখেছি সুগোপনে
এদিকে ফুরায়ে এল বেলা।
যেটুকু পারি সেবা তোমারে দিয়া
ভরিয়া নিব এই শূন্য হিয়া
আমার সব দিয়া তোমার সব নিয়া
ভাসায়ে দিব ভেলা অকূলে।।

(৯৩)

প্রভু হে একদা আমি হেরেছি তোমারে
পুণ্য বারাণসী ধামে গঙ্গার ও-পারে
যেথায় বহিছে বেঁকে উত্তর বাহিনী
বিশ্বনাথে রেখে বুকে উচ্ছলা তটিনী
তাহারি বালুকাময় শুভ্র ঢালু তীরে
যেথা বৃক্ষ সারি সারি দাঁড়ায়ে অদূরে
আঁকিয়াছে শষ্পশ্যামা পল্লী পক্ষ পুটে
একটা মোহন ছবি যেন চিত্র পটে;
যেথা নীচে নামিয়াছে অনন্ত আকাশ
যার নীলাঞ্চলে সাদা মেঘের আভাস
করিয়াছে মনোরম; সেথা প্রভু তুমি
একদা দাঁড়ায়েছিলে দিব্যরূপে স্বামি !
চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হাতে
আভূমি আকাশ-ব্যাপী বিরাট রূপেতে
স্মিতমুখ জ্যোতির্ময় উদ্ভাসিয়া দিক্
আনন্দ-প্রশান্ত মূর্ত্তি শান্তির প্রতীক।

★

হেরেছি তোমারে আমি যমুনার তটে
বৃন্দাবনে, যেই পথে গাভী ফিরে বাটে
দলে দলে গোধূলিতে উড়াইয়া ধূলি
দ্রুতপদে, বৎস ধায় ঊর্দ্ধে পুচ্ছ তুলি’

[পঃ পৃঃ দ্রঃ]

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

শ্যামল সন্ধ্যায়; তুমি ছিলে সাথে
পীত ধড়া শিখীচূড়া বেনু লয়ে হাতে
বনফুলমালা গলে অপরূপ বেশে
কিশোর কোমল কান্তি; মৃদু মৃদু হেসে
সখাগণ সঙ্গে করি পরম কৌতুকে
হাস্য পরিহাসে মাতি বৃন্দাবন-মুখে
নম্র পদে সকলের মধ্যমণি সম
চলেছিলে উজলিয়া ওহে প্রিয়তম।

★

আবার দেখেছি তোমায় বহু বহু দূরে
ভারতের শেষ প্রান্তে নীল সিন্ধু নীরে
কুমারিকা অন্তরীপে যেথা সিন্ধু ত্রয়
ভারত আরব বঙ্গ একত্রে মিলয়,
ধূ ধূ করে তিনদিকে জলধি-বিস্তার
ঊর্দ্ধে নীল নিম্নে নীল নাহি পারাপার
তাহারি বিশাল বক্ষে অনন্ত শয্যায়
শুয়েছিলে পদ্মনাভ, অঙ্গের ছটায়
কালোজ্জল আলো করি' সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে
অপরূপ শোভা ধরি' কিরীটে কুণ্ডলে
প্রশান্ত বদন অর্দ্ধ পদ্ম-আঁখি মেলি';
পদপ্রান্তে গোধূলির আলোর অঞ্জলি,

আশে পাশে সিন্ধুচিল শ্বেতপুষ্প সম
উড়ে পড়ে সৃজি' পুষ্প-বৃষ্টির বিভ্রম,
শুভ্র মেঘ তুলি' বায়ে করয়ে বীজন
তুমি সেথা বিশ্বাতীত বিশ্রামে মগন;
সৃজন পালন লয় হ'তেছিল তব কল্পনায়—
কী রূপ হেরিনু প্রভু ভুলিনি ভুলিনি আজও তায়।

★

তার পর প্রতিদিন কতকাল ধরে
খুজেছি তোমারে আমি মন্দিরে মন্দিরে
হেরেছি অনন্তরূপে রয়েছ দেবতা
দেখায়েছ একাধারে তুমি গুরু মাতা,
শিব শক্তি বিশ্বপতি আরও রূপে কত
এসেছ নয়ন-পথে স্বপ্নে গড়া মূরতির মত,
এই তুমি—এই আর—যেন বহুরূপী
চমকে ধাঁধাঁয়ে চোখে যেন ছায়াছবি।
একদা কাঁদিনু বয়ে দুর্গতির বোঝা
দেখি তুমি দাঁড়ায়েছ হ'য়ে দশভুজা
অভয়া বরদা মাতা অশুভ নাশিনী
পরম করুণাময়ী শান্তি স্বরূপিনী।
বহু বর্ষ পরে আমি দেখিনু আবার
আরতির কালে মাগো মন্দিরে তোমার

[পঃ পৃঃ দ্রঃ]

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

পূত পঞ্চপ্রদীপের প্রতি দীপে দীপে
বিরাজিতা জ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃগুরু রূপে
পরম আনন্দময়ী তুমি মা গো তুমি
ধন্য হ'ল এজীবন নমি' তোমা নমি'।
আর দিন গঙ্গা নীরে নিমজ্জিনু যবে
দেখি তুমি ভাসিতেছ মগ্ন মহাভাবে
ভেসেছিলে একদিন যেমন প্রলয়ে
বট পত্রে শুয়ে ভোলা বাল-কৃষ্ণ হয়ে,
অথবা অক্রুর যেমন যমুনা-সলিলে
দেখেছিল কৃষ্ণ রূপ সিনানের কালে
রাম-কৃষ্ণে ল'য়ে যেতে মথুরার পথে
কাঁদা'য়ে গোপিনীকুল, বৃন্দাবন হ'তে;
এক-দুই-তিনবার ডুবিনু উঠিনু
প্রতিবারে তব মা গো সে রূপ হেরিনু
কী সুন্দর স্মিতমুখ প্রসন্ন বদন
পবিত্র জ্যোতির প্রভা দিব্য-দরশন।

★

এমনি হেরিনু প্রভু কত যে তোমারে
পথেতে প্রান্তরে নীরে কাননে মন্দিরে
তবু তৃপ্তি নাহি চিতে; স্মৃতি লয়ে বুকে
প্রতি ক্ষণে খুঁজি তোমা মোর অন্তর্লোকে,

উদাস সঙ্গীতে মোর প্রাণের বেদনা
তোমারে জানাই যত ভাব আর ভাবনা
নিত্যকার যে আমার আশা ও নিরাশা;
গানে গানে দৈন্য ভরা প্রলাপের ভাষা
উর্দ্ধমুখে তোমা-পানে ধাইছে অম্বরে
বারে বারে করাঘাত করে তব দ্বারে
তোমার আনন্দ-লোকে, মাগিছে করুণা
হে সুন্দর তব সঙ্গ প্রেম এক কণা
আনন্দ জ্যোতির প্রকাশ; আমি যে তোমারে
পেতে চাই—নিতে চাই-আপনার ক'রে
আমারে হারাতে চাই তোমাতে নিঃশেষে
জ্যোতির সাগরে যথা জ্যোতি-কণা মিশে,
দোঁহে এক হ'তে চাই অন্তরে বাহিরে
প্রাণ তাই কেঁদে কেঁদে তোমা খুঁজে ফিরে;
রাখিব হিয়ায় তোমা দিবা বিভাবরী
ভাসিব আনন্দে প্রভু, আমি তব প্রেমের ভিখারী ॥

(৯৪)

প্রভুহে যে'দেখা দিয়েছ আমারে
তাহাত কখনও কম নয়
সেই দয়া তব করি অনুভব
জীবন হয়েছে মধুময়।

যেটুকু দিয়েছ আলোর আভাস
উজল করেছে হৃদয়-আকাশ
করুণা-গলিত এ তব প্রকাশ
নিশিদিন চিত ভ'রে রয়।

কৃপাকণা তুমি যাহা দিলে মোরে
অসীম-ভাণ্ডার হইতে
তাইত অপার, যোগ্য নই তার,
নিলাম কৃতজ্ঞ চিতেতে।

আমি গুণহীন পথের ভিখারী
সেবা নাহি দেই কৃপা যাচ্ঞা করি
তবু কত দিলে দয়া-রূপ ধরি'
দেখা দিলে মোরে দয়াময়।

পদচিহ্ন তব যাহা কিছু পাই
তোমারে খুজিতে খুজিতে
তোমারই প্রতীক বলে যেন তাই
পারি হে হৃদয়ে ধরিতে।

তুমি ত রয়েছ সর্ব্বরূপে ভাবে
যে ভাবেই আস প্রাণ তাহা ল'বে
তোমার খণ্ড রূপেই তোমায় সদা ভেবে
অখণ্ডেতে পা'ব লয়॥

(৯৫)

এই এখানেই এই এখনই
তোমায় পাওয়া চাই।
তুমি নিত্য সত্য তোমার
আগে পিছে নাই।

সকল ক্ষণে সকল খানে
নিত্য আছ সবার প্রাণে
যে চায় তোমায় তা'রে ধ্যানে
ধরা দেও হে তাই।

কবে কোথায় পাব তোমায়
আকুল হ'য়ে ডাকি
ভিতর বাহির জুড়ে আছ
চোখ মেলে না দেখি।

হে চিরন্তন হে নিত্যধন
নিত্য তোমার পাই পরশন
আপন ঘরে ফেলে রতন
বাইরে বৃথা ধাই।

মিথ্যা ভ্রম সব দূর হো'ক এবার
তোমার আলোকে
হো'ক এ বুকে প্রকাশ তোমার
পরম পুলকে।

প্রাণের বীণায় আনন্দ তান
বাজুক তোমার সুরে মহান্
তুমিই হও মোর ধেয়ান জ্ঞেয়ান
তোমাতেই লয় পাই।

(৯৬)

সকল চাওয়া পাওয়ার শেষে
এইটুকু শেষ চাওয়া
জীবন ভ'রে তোমায় চাওয়া
হয় যেন তা' পাওয়া।

কতই ত হে চেয়েছিলাম
কতক পেলাম, না ও পেলাম,
সবার উপর খুজেছিলাম
তোমার চরণ-ছোওয়া।

যা' এসেছে যা' গিয়াছে
মন হতে সব দিলাম মুছে
দাঁড়ানু শেষ তোমার কাছে
ফেলে আর সব পাওয়া।

দেওয়ার মত নাই কিছু মোর
শুধু গানের এই প্রেম-ডোর
কৃপা করে নেও মনোচোর
মিটুক দেওয়া নেওয়া॥

(৯৭)

"এবং গদিঃ কর্ম গতি র্বিসর্গো
ঘ্রাণো রসো দৃক্ স্পর্শঃশ্রুতিশ্চ।
সংকল্প বিজ্ঞান মথাভিমানঃ
সূত্রং রজঃ সত্ত্বতমো বিকারঃ॥" শ্রীমদ্ভাগবত ১১/১২/১৯

আমি কহিলাম "প্রভু কোথা তুমি ?
কিসে হ'বে অনুভব ?"
প্রভু কহিলেন "দেখ চেয়ে দেখ
আমি যে তোমার সব।

আমি প্রাণবায়ু আমি তব আয়ু
দেহ দশেন্দ্রিয় অস্থি মজ্জা স্নায়ু
সমগ্র চেতনা মন বুদ্ধি বল
আমি বিনা সবই শব;

আমি জ্ঞান ভক্তি যতেক প্রেরণা
বাসনা কামনা যত
আমি শুভাশুভ সুখ দুখ ভয়
ধর্মাধর্ম কর্ম শত;

দয়া স্নেহ মায়া প্রেম বন্ধন
আমি হাসি কান্না বিচ্ছেদ মিলন
আমিই জীবন আমিই মরণ
আমি জয় আমি পরাভব;

[পঃ পৃঃ দ্রঃ]

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

আমি অহংকার আমিই সংসার
কর্মক্ষেত্র তাও আমি
গেহ ধন জন প্রিয় পরিজন
পিতা মাতা জায়া স্বামী;

আমি প্রভু ভৃত্য সাথী শত্রু মিত্র
আমি দাতা আবার আমিই গ্রহীতা
আমি জন্মান্তর বাল্য বার্দ্ধক্য
যৌবন রূপ-গৌরব।

রোগ শোক জরা ক্ষুধা তৃষ্ণা তাপ
নিদ্রা ও জাগরণ
ভজন সাধন পূজা নিবেদন
আমি উত্থান পতন;

মান অপমান আশা ও নিরাশা
ইচ্ছা দ্বেষ দ্বন্দ প্রীতি ভালবাসা
মায়া ষড়রিপু বিবেক বৈরাগ্য
(আমি) দৈন্য অন্ন বৈভব;

আমি দ্রষ্টা দৃশ্য আমি দরশন
আমি যে আদি ও অন্ত
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান আমি
আবার কালাতীত অনন্ত;

প্রতি পদক্ষেপ গ্রহণ বর্জন
শোণিত প্রবাহ হৃৎ-স্পন্দন
আমি সমস্যা আমি সমাধান
(যত) "আমি" ও "আমার" কলরব;

আমি অমৃত আমি হলাহল
আমি আনন্দ সংশয়
বিশ্ব ভুবন আমি চরাচর
নিত্য সত্য দুর্জয়;

আমি গুরু ইষ্ট আমি ভুক্তি মুক্তি
আমি মূলাধার ব্রহ্ম আমি শক্তি
আমি ধ্যান ধৃতি আসন সমাধি
স্বয়ম্ভু সম্ভব অসম্ভব;

আমি সনাতন পরম ঈশ্বর
আবার নির্গুণ নিরঞ্জন
পুরুষ প্রকৃতি অপৌরুষেয়
আনন্দ-জ্যোতি-নিকেতন;

তোমাতে সবেতে বিশ্বে জগতে
আমি আছি জেগে অনুতে অনুতে
আমা লয়ে তুমি তোমা লয়ে আমি
এই কর অনুভব।—
মনে জেনে রেখ যা দেখ না দেখ
সবই আমি—আমি সব॥"

(৯৮)

প্রভু আমার প্রাণে আরও
শক্তি সঞ্চার।
দেও আরও প্রাণ দেও আরও প্রেম
দেও আলো আরও ॥

ছুটব আমি তোমার পানে
ভুবন ভরি দিব গানে
ভাসিয়ে দিব প্রেমের বানে
বিশ্ব সংসার ও।
দেও আরও প্রাণ দেও আরও প্রেম
দেও আলো আরও ॥

(এ) প্রাণে জ্যোতির মশাল জ্বাল
ঊর্দ্ধে তুলে ধর
অন্ধকারে পথ-হারাদের
আলোক বিতর।

উদার কর চিত্তখানি
তোমার বক্ষে লও হে টানি
(এ) হৃদয়-বীণায় বেদ-বাণী
নিত্য ঝঙ্কার।
দেও প্রাণে গান দেও প্রাণে প্রেম
দেও আলো আরও ॥

(৯৯)

প্রাণ পাখী মোর বাঁধিয়াছে বাসা
সংসার-তরু-শিরে
সারাদিন তাই অবসর নাই
আহার খুজিয়া ফিরে।
রোদে জলে ঝড়ে পীড়য়ে তাহারে
কত রিপু পিছে ধায়
ভয়ে প্রাণ কাঁদে কোথা কোন্ ফাঁদে
পড়ে বুঝি প্রাণ যায়।
নীড়ে আছে ছানা মেলি দুটী ডানা
ঢাকিয়া রাখে সে বুকে
যাহা খুটে পায় তুলি' দেয় তায়
সকলি ছানার মুখে।
এ মায়ার নীড় পবনে অধীর
কাঁপিছে রাত্রিদিন
জানি বাসা ছেড়ে প্রাণ পাখী ও রে
উড়ে যাবে একদিন।

★

প্রাণ-বিহঙ্গ পড়িয়াছে বাঁধা
এ ভবে দেহের খাঁচায়
দিন রাত থাকে যেন কত সুখে
ডাকে গায় পুচ্ছ নাচায়।

[পঃ পৃঃ দ্রঃ]

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

মালিক যা' দেয় তাই খুটে খায়
যে বুলি বলায় বলে
বনের আহ্বান গগনের গান
নিজনীড় গেছে ভুলে'।
সোনার খাঁচায় বেড়ী পরে' পায়
আদরে সোহাগে মজে'
খাঁচার বাহিরে বিশ্ব মন্দিরে
যে আনন্দ নাহি খুজে।
ক্ষণিকের সুখ বাড়াইছে দুখ
তথাপি চেতনা-হীন
জানি খাঁচা ছেড়ে প্রাণ-পাখী ওরে
উড়ে যাবে একদিন।

★

উড়ে কোথা যাবে? আবার ফিরিবে
আবার বাঁধিবে বাসা,
আবার গাহিবে কাঁদিবে হাসিবে
কত হ'বে যাওয়া আসা।
কত কতবার নিগড় মায়ার
চরণে পরাবে ফাঁস,
এসে এ সংসারে অন্ধ কারাগারে
ভুঞ্জিবে পরবাস।
অনিত্যের খেলা খেলে যাবে বেলা
রজনী নিদ্রাহীন,

পাখী তার পরে সব কিছু ছেড়ে
উড়ে'যাবে একদিন।

★

মন, কেন আশ খাঁচার বিলাস
এই দু'দিনের বাসা
কি সুখের লোভে ভুলিয়া স্বরূপে
কেন ঘুরে ফিরে আসা ?
চাহ উর্দ্ধপানে দেখিবে সেখানে
বিরাজিছে হোমাপাখী
সুদূর গগনে মুক্ত অঙ্গনে
পুলক-পূরিত আখি।
অসীমের বুকে ভ্রমে মহাসুখে
আলোক-পিপাসু প্রাণ
বিশ্ব-সভায় হৃদয়-বীণায়
তুলি' আনন্দ-তান।
সে সুর উদার কভু কভু তার
ছুয়ে যায় ধরাতল
পুণ্য পরশে ছড়ায় হরষে
শান্তির পরিমল।
জাগ জাগ প্রাণ শোন তার গান
মেল ডানা মোর পাখী

[পঃ পৃঃ দ্রঃ]

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

আলোকের রথে উঠ উর্দ্ধ পথে
গগন করহ শাখী।
আনন্দ বিতানে প্রেম পূর্ণ তানে
বাজাও হৃদয়বীন
যাও যাও উড়ে প্রাণ-পাখী ওরে
ফি'রো নারে কোনোদিন ॥

(১০০)

একদা হায়রে ছিনু আমি পড়ে
বিষম বেদনা-ভরে
কী দুরদৃষ্টে পরম কষ্টে
রোগ শয্যার 'পরে।
সদা অস্থির মনও অধীর
তথাপি জুড়িয়া হাত
প্রভু হে তোমারে আমি বারে বারে
করিলাম প্রণিপাত।
সহসা মনেতে পাইনু জানিতে
এ রূপে রয়েছ তুমি
বেদনা আমার হ'ল লঘুভার
স্বস্তি পাইনু আমি।
ভাবিনু অন্তরে চিনেছি তোমারে
এসেছ এ'রূপ ধরে
টানিতে চরণে এই অভাজনে
পরম করুণা করে' ॥

●

আর একদিন ভাবনা-বিহীন
বসে ছিনু দ্বারদেশে
দেখা দিল আসি পরম রূপসী
বাসনা ললনা বেশে।
নানা কথা ছলে কত না কৌশলে
ভুলায় আমার মন,

[পঃ পৃঃ দ্রঃ]

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

আমি ম্রিয়মান দিয়া তারে মান
বসিতে দিনু আসন।
গণিয়া প্রমাদ ভাবি অপরাধ
কি জানি ক'রেছি হায়
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কি অশুভ ক্ষণে
আমি রে প্রভুর পায়।
বলিলাম "মাতঃ যদি কৃপা এত
লহ পূজা নমস্কার"
সহসা মিলাল রূপ ঘুচে গেল
দেখি কেহ নাই আর।
ভাবিনু মনেতে প্রভু এ রূপেতে
এলে বুঝি মোর দ্বারে
কৃপাদৃষ্টি দিয়া বিশুদ্ধ করিয়া
তরাইতে অভাগারে।

●

চলি নম্রপদে তথাপি বিপদে
পড়ি আমি প্রতিদিন
তাহা বারে বারে ব্যথা দেয় মোরে
আমি রই দীনহীন।
সাবধানে চলি বুঝে কথা বলি
তবুও আমার ভালে
জোটে দৈবাৎ অজানা আঘাত
কত জনে রূঢ় বলে।

এই রূপে কত জীবনে নিয়ত
জমিয়াছে অপমান
পেয়ে পেয়ে ব্যথা ভাবি সব বৃথা
মনে জাগে অভিমান।
ভাবি "প্রভু হায় কাঁদালে আমায়
এ জীবনে প্রতিদিন,
আমি দোষ এত করি কি সতত
শোধি নিতি তার ঋণ ?'
দেখি আচম্বিতে জাগে মোর চিতে
প্রভু যেন এই রূপে
কৃপাঘাত করে এই অধমেরে
গড়িছেন চুপে চুপে ॥
তাই ভাবি নাথ তব দয়া এত
রাখিতেছ চোখে চোখে
সদা কাছে থাক আবরিয়া রাখ
মোর গড়া যত দুখে।
অবোধ বুঝি না তোমার করুণা
ভাবি আমি ভাগ্যহীন
তাই নানারূপে নিয়তির কোপে
পড়িতেছি প্রতিদিন।
এবে দেখি আমি মোরে ল'য়ে স্বামি
নানাভাবে কর খেলা

[পঃ পৃঃ দ্রঃ]

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)

তবু যেন ভয়   মনেতে সংশয়
 কি হ'বে শেষের বেলা ?
জীবন ফুরা'ল   দেখা না মিলিল
 কেঁদে কেঁদে দিন যায়।
এদিকে শমন   ব্যাধের মতন
 পিছে পিছে মোর ধায়।
"প্রভু, বাঁচাও" বলে' ডাকি বাহু তুলে'
 সাড়া নাহি দেও তা'তে
যদি মরি আমি   বুঝিব হে স্বামি
 মরেছি তোমারি হাতে।।

(১০১)

প্রভু, তোমার ইচ্ছায় সব কিছু হয়
মোরা মিছে ভেবে মরি
অমৃত আনিতে ফিরি লয়ে সাথে
বিষে কুম্ভটী ভরি'।

ভাবি করি এক হয় যে আর এক
অঘটন নিতি ঘটিছে শতেক
তথাপি আমরা ছাড়িনা দেমাক
নিজের বড়াই করি।

অন্তরালে তুমি দেখিতেছ স্বামি
আর হাসিতেছ মনে,
লীলাখেলা তব চলিতেছে বেশ
বুঝে তাহা কয় জনে ?

আমি এ বেলায় করি হায় হায়
কেন ঘুরিলাম ভবের ধাঁধাঁয়
গোড়া থেকে কেন চিনিনি তোমায়
সব দিই নাই ধরি ?

এবে দিন শেষ ভাবনা অশেষ
মনে উঁকি দেয় ভয়;
সময় থাকিতে পারিনি ডাকিতে
আর ত নাহি সময়।

শুধু ভেবে ভেবে আর কিবা হ'বে
তব ইচ্ছা যেমন তেমনই ঘটিবে
তুমি দয়াময় ঠেলিলে ঠেলিবে
আছি তব পায়ে পড়ি ॥

(১০২)

আমি যাত্রী, আমি যাত্রী !
সম্মুখে ঘোর রাত্রি,
যেতে হ'বে মোরে সে যে বহুদূরে
এড়ায়ে তামসী রাত্রি ।

আমি বেগবতী নদী !
ভেঙ্গে যাব কূল ভাসা'ব দুকূল
বাঁধা পাই কভু যদি !
(আমি) মানিব না মানা যাব একটানা
কারও অনুনয় কানে তুলিব না,
ভেসেছি যখন আর থামিব না
ব'য়ে যাব নিরবধি !
যারা আসে কাছে ফেলে যাব পিছে
আমি বেগবতী নদী !

বুকে ডাকিয়াছে বান
পথের পাষানে তুলি একটানে
করে যাব খান খান !
তবু কেহ রয় আমার সুমুখে
আগলিয়া পথ কেহ আসে রুখে
(আমি) বিশাল হইয়া ডুবাব এ বুকে
চলে যাব গেয়ে গান !
কেহ পারিবে না আমারে রুধিতে
বুকে আসিয়াছে বান ।

আমি পথ-হারা তারা!
এলোমেলো পথে চলিতে চলিতে
পেয়েছি পথের সাড়া!

ডাকিয়াছে মোরে দূর হ'তে ওরে
ধরা দিব ফিরে তাঁরই বাহু-ডোরে
আর আসিব না ফিরে বারে বারে
এই পথে দিশাহারা!
পথ খুঁজিয়াছি পথ পেয়ে গেছি
আমি পথ-হারা তারা!

বেলা যায়, বেলা যায়!
দিগন্তেতে রবি যায় ধীরে ডুবি
মোর পানে ফিরে চায়;

এই দীর্ঘ পথে হ'বে মোরে যেতে
ঝোলা শূণ্য করি শুধু যষ্টী হাতে,
সঙ্গীরা ছেড়েছে কেহ নাই সাথে
এদিকে সন্ধ্যা ঘনায়!
তবু নির্ভয় মনে মহা আকর্ষণে
চলে যাব নির্ভাবনায়!

[পঃ পৃঃ দ্রঃ]

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

নিয়ে যাব শুধু গান !
গেয়ে গেয়ে গান দিয়ে দিব প্রাণ
সেই হ'বে মোর দান !

(আমি) হাসিব গাহিব নাচিব কাঁদিব
নিঃশেষে মোরে দিব আর দিব,
চাহিব না কিছু, কিছু নাহি নিব,
মিলাব প্রাণেতে প্রাণ !
আমার জীবনে শেষ শুভক্ষণে
হ'বে সেই মহাদান !!

(১০৩)

মন, এবে প্রাণ মিলাও হে মহাপ্রাণে
তটিনী যেমন মিলায় সাগর-বুকে
যে মহাপ্রাণ খেলিছে অপার খেলা
আপনা বিলায়ে প্রতিটী কনায় কনায়
অনু পরমাণু প্রাণের আলোকে ভরি'
জাগায়ে দিতেছে মরণের ঘুম হ'তে ;
যে প্রাণ খেলিয়া বেড়ায় পবনে পবনে
গগনে গগনে মেঘে মেঘে গ্রহ তারায়
রবি শশী যেই প্রাণের আলোকে জ্বলে
আর বিলাইছে প্রাণ চরাচরে ধরামাঝে ;
যাহার পরশে মুঞ্জরে তরু কুড়ি জাগে
হাসে আলো করি' কুঞ্জে কুসুম গুলি
ভোম্‌রারা আসে মধু গুঞ্জন তুলে
শ্যাম তৃণ ছায় ধরার ধূসর ধূলি,
জলে স্থলে ব্যোমে অনুতে অনুতে প্রাণ
রূপ নেয় শত সহস্র মূরতিতে ;
সবাই প্রাণের সাগরে গাহন করি'
আপন আপন নিয়তির পথে চলে।

এ বিশ্বভুবন সেই প্রাণের স্পন্দনে
সদা ঝঙ্কৃত ; পাখী গাহে গান শাখে,
নদী আনমনে ব'য়ে যায় কুলু স্বরে,
সিন্ধু বিশাল গরজি' গরজি দোলে,

[পঃ পৃঃ দ্রঃ]

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

আকাশের বুকে মেঘ খেলে ছুটাছুটি
দামিনী বিমানে ঝলকে চকিত চমকে,
শষ্পে শস্যে সাজায়ে প্রাণের পশরা
ঋতুতে ঋতুতে নব নব রূপে ধরা শোভে।
প্রাণের আবেগে চলেছি আমরা সব
প্রতি স্তরে স্তরে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে জাগে
পরাণের অনুভব ; নানা বিচিত্র রূপে—
মায়ায় স্নেহেতে প্রণয়ে হাসিতে রোদনে
জয়ে পরাজয়ে শোকে সুখে দুখে হতাশায়
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে শত কর্ম্মের প্রেরণায়
বহু খাতে ধায় প্রাণের প্রবাহ ধারা
কল্পে কল্পে মিশে শেষে মহাপ্রাণে।

হও হে তুমি উদার আকাশ সম
দিকে দিকে কর বিস্তার তব প্রাণ
অসীমের সুরে মহানন্দের পথে
হউক এবে তব অভিসার দুর্ব্বার ;
মহাব্যোমে যেথা ধ্বনিতেছে মহারবে
অনাহত প্রণবের ঝঙ্কার নিশিদিন
ছন্দ-গম্ভীর মন্ত্রের তালে তালে
অনাদি সেই মহাপ্রাণের কেন্দ্র হ'তে
যেথা উৎস মুখ আনন্দের, আলোকের,
আর যেথা থেকে বহিতেছে প্রাণধারা

সঞ্জীবিয়া এ জগতের যাহা কিছু
পুণ্য প্রেমের পরম প্রয়োজনে।

আমি চাই সেই প্রানের প্রসার বুকে
সর্ব্বাতীত সেই মহামন্ত্রের বানী
দীক্ষা আমার প্রাণের যজ্ঞ শালায়
মহাপ্রয়ান সেই মহান্ আনন্দালোকে ॥

(১০৪)

হে আত্মা, লহ প্রণিপাত
এ জীবন মম ধন্য প্রভো আজ
তব সাক্ষাৎ।
এই লহ মোর পাদ্য অর্ঘ্য
লহ চন্দন
ভকতি প্রীতি লহ এ আরতি
পূজা নিবেদন;

শ্রদ্ধা পুষ্পদল পুণ্য কর্মফল
লহ অশ্রুজল প্রেম নির্মল
নৈবেদ্য সমান দেহ মন প্রাণ
করহ গ্রহণ।
গানে গানে মোর গাঁথিয়াছি মালা
পরাব গলায় পেয়ে হে নিরালা
পরাণের সাধ মিটাব এবেলা
তোমারি সাথ
লও প্রণিপাত!

হে সুন্দর, তব রূপের আভায়
বিশ্বের নানা রূপ মিশে যায়
রহ বিরাজিত আপন প্রভায়
সকল স্থানে;

তুমি হে দেবতা চির উদাসীন
শুধু দেখ হ'য়ে হৃদে সমাসীন
তোমা পানে সবে টান চিরদিন
অজানা টানে!
তুমি জীবনের সেই আদি সুর
অনাহত তানে রাখ ভরপূর
জাগাও সবারে তন্দ্রা দিয়া দূর
উদার গানে!—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"
এই তব বাণী অন্তরেতে শুনি
দিবস-রাত;
লহ প্রণিপাত!

জেগে চেয়ে দেখি নয়ন মেলিয়া
সকল দুয়ার দিয়াছ খুলিয়া
রয়েছ দাঁড়ায়ে আমার লাগিয়া
বাড়ায়ে হাত
আনন্দে পাগল আজি মোর প্রাণ
ইচ্ছা হয় শুধু নাচি গাই গান
এস জ্যোতিষ্মান্ এস হে মহান্
আজি সুপ্রভাত!
বহু জন্ম পরে পেয়েছি তোমারে
লহ প্রণিপাত!!

(১০৫)

আনন্দ আজ আনন্দ রে,
আর নিরানন্দ নাই রে;
কত যুগের হারান ধন
আজকে ফিরে পাই রে।
আনন্দে আজ হৃদয় ভরা
মধুর হ'ল সকল ধরা
সে এল আজ পাগল করা
যারে আমি চাই রে।
আমি ত আর রইতে নারি
এই ঘরের কোনে
ধরা দিলাম বিশ্বে প্রেমের
বাহুর বাঁধনে।
বাজুক বাঁশী উঠুক হাসি
জ্বলুক প্রাণে আলোক রাশি
আমি আনন্দ ভালবাসি
আনন্দের গান গাই রে।

(১০৬)

উপসংহার

জানি মোর গীতিগুচ্ছ
হ'বে সব ঠাঁই তুচ্ছ
তার শীর্ণ শিখী-পুচ্ছ
কভু ত উচ্চ র'বে না।

কালের কষ্টি পাথরে
পাবে কঠিন অনাদরে
ডুবে' বিস্মৃতি পাথারে
আর কভু দেখা দিবে না।

"আরও আরও চাই ভালো
চাই নব নব আলো'—
—সবাই ত বলে গেল—
"চাহি না এ গান চাহি না;

"গাও এ যুগের কথা
জানাও মোদের ব্যথা
মোদের যতেক চাহিদা
যত বঞ্চনা যাতনা;

"দাও দাও প্রাণে আশা
এ দুখ-সায়রে ভরসা
ঘুচে যাক সব হতাশা
যত জ্বালা যত বেদনা।"

[পঃ পৃঃ দ্রঃ]

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)

আমি তাই ব'সে ভাবি
এ যে নিদারুণ ছবি
ভুল ক'রে চলা সবই
(এরা) ঠিক পথ কভু পাবে না।

ঘুরে ঘুরে ভব-ঘোরে
সবে হ'ল ভব-ঘুরে
স্থির না হ'লে ওরে
কারও শুভ কভু হ'বে না।

কর চিত্ত স্থির সবে
জীবন সফল হ'বে
মহাশান্তিতে র'বে
আর দুখে দিন যাবে না।

বহু ছেড়ে ধর এক-এ
সাহস ধৈর্য্য বুকে
মহামন্ত্র নেও শিখে
জাগাও সুপ্ত চেতনা।

আমি গাই একেরই গান
তাঁরে ঢেলে দিই প্রাণ,
এ আনন্দের অভিযান,
ব্যর্থ হ'বে না এ সাধনা ॥

সাধ ও সাধনা

(মাতৃ-ভাবে)

(১০৭)

এ মনোমন্দিরে এস মা
প্রাণ প্রদীপ জ্বালাও।
এ হৃদি-আসনে বস মা
নিমেষে আঁধার ঘুচাও ॥

পঞ্চ প্রদীপে তব করি আরতি
দীপে দীপে দেখি মা গো ঐ মূরতি
উজলিয়া দশদিক অমর জ্যোতি
আমার প্রাণে বিলাও।

এস এস মোর এ আঁধার ঘরে
নিশিদিন কাঁদি যে তোমার তরে
বরিষ স্নেহবারি করুণা করে'
শান্তির বাণী শুনাও।

হৃদয়ে রেখেছি পাতিয়া আসন
কবে হ'বে তব মা শুভ আগমন
চরণ-পরশে পূত কর এ জীবন
জ্যোতি সায়রে ডুবাও ॥

(১০৮)

এবার পায়ে অঞ্জলি মা
দিলাম আমারে,
এখন যা খুশি হয় রাখ বা না
রাখ মা মোরে !—
আমি দিলাম আমারে ॥

আমি তোমার কোলের ছানা
যেথায় রাখ নাইক মানা;
ভবের যত আনা গোনা
ঘুচাও এবারে।

যতই করি আমার আমার
ততই দেখি সবই যে মা'র,
মহামায়ার মায়ার বাজার
মায়ের সংসারে।

নাম নিয়ে তাই পড়ে আছি
যেম্‌নি নাচাও তেম্‌নি নাচি
পরেশ কয় মা আর ডুবি না
ভবের সায়রে ॥
আমি দিলাম আমারে ॥

(১০৯)

তুই মা যদি থাকিস্ কাছে
কাজ কি আমার জপের মালায় ?
নয়ন ভরে' রূপ নিরখি
দূরে রাখি পূজার থালায়।

ছেড়ে দিয়ে ডাকাডাকি
রাঙ্গা চরণ ধরে থাকি
ভয়ে মরি মা বুঝি ফাঁকি
দিলি শেষে যাবার বেলায়।

তোরেই মাগো খুজি আমি
কাছে পেলে আর কিবা চাই ?
সঁপে আমায় তোর পায়ে মা
ঘুচাই যত ভবের বালাই।

তাই নিবেদন মা তোর পায়ে
রাখিস্ আমায় কাছে নিয়ে,
জীবন যা'ক মোর ধন্য হ'য়ে
তোরই চরণ ধূলায় ধূলায়॥

(১১০)

ওমা, এখনও কি হয়নি সময় ?
তোমার চরণ পাওয়ার লগন
এখন ও কি নয় ?

নিশিদিন যাপি তোমারই ধেয়ানে
তোমা বিনা মন আন নাহি জানে
আঁখিজল ঢালি কত না গোপনে
দিয়াছিনু পরিচয়।

কাছে ডাকিয়াছ যবে ছিনু দূরে,
আসিয়াছি এবে যাও সরে সরে;
এ কি খেলা তব বুঝি না জননি,
এ কি তব অভিনয় !

কি ভাবে ডাকিলে তোমার করুণা
পাব গো জননি বারেক বল না,
কত কাল গেল আর ত সহে না,
এ যে বড় দুখময় ।।

(১১১)

ওমা,
আর কেন আমায় আনিলি ভবে ?
বল গো জননি ও ভব-তারিণি
আমা হেন-জনে কি কাজ হ'বে।

দুদিনের লাগি ভবে আসিলাম
কত হাসিলাম কত কাঁদিলাম
যেমন নাচালি তেমন নাচিলাম
কি ফল লভিলাম ভাবিনু এবে।

কত দিলি আশা সুখ দুখ ব্যথা
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছার হ'ল না অন্যথা
ভুলে কি মা গেলি ছেলেটার কথা
বল্ মা কোলে করিবি কবে।

পরেশ বলে, মা তোর লীলা চমৎকার
সদাই বল্‌ছ "বাছা, কোলে আছ মা'র"
তবু নাকানি চুবানি কেন মা আমার
মুক্তি এবার আমায় দিতে যে হ'বে॥

(১১২)

মা গো আমার তুমি গেলে কই ?
আমায় ছেড়ে গেলে কোথায় লুকালে
কেমনে একেলা আমি রই ?

কোলে দিলে ঠাঁই প্রাণ পেনু তাই
যাহা মোর চাই তোমাতেই পাই
তোমা বিনা মাগো আর কি বা চাই
তবে কেন এত ব্যথা সই ?

তোমার ছেলে যারা থাকে দূরে দূরে
আদর ক'রে কাছে আন ধরে ধরে
আমাকে রাখিলে ফেলে এক ধারে
এ দুখের কথা কারে কই ?

আমার কান্না কেন না শোন মা কানে
বিরহ-বেদনে বধিছ পরাণে
পরেশে নিদয়া হ'লে কি কারণে
আমি কি মা তোমার ছেলে নই ??

(১১৩)

আমি যতন করিয়া সাজিটী ভরিয়া
তুলেছি রাঙ্গা জবা,
গাঁথিয়া মালিকা সাজায়ে থালিকা
করিব মা তব সেবা।

পরাব গলায় দিব দুটি পায়
দুটী হাতে দিব, দুটী ও মাথায়
দেখিব তোমারে কেমন দেখায়
কেমন হয় মা শোভা।

রক্ত জবায় রাঙ্গা হ'বে মুখশশী
গলে মুণ্ডমালা করে রক্ত অসি
কালোরূপে জবা উজলিবে দিশি
যেন মেঘে ক্ষণপ্রভা।

অট্ট অট্ট হাসে জাগাও এবার প্রাণ
রাঙ্গাজবা কর মম চিত্ত খান,
পরেশ পূজিবে আত্ম বলিদান
দিবে পায়ে ও মা শিবা॥

(১১৪)

ওমা

শুনাই তোমায় মনের কথা
শুনাই তোমায় গান,
ক্ষমা করে' নিও মাগো
ছেলের অভিমান।

দিন গেল মা সুখে দুখে
ভবের খেলা যাবে চুকে
এবার মা গো তোমার বুকে
দিও আমায় স্থান।

যদিও মা আছ ঘরে
পাই না তোমায় তেমন করে'
মন যে আমার গুম্‌রে মরে
ব্যথায় ভরে প্রাণ

পরেশেরে কর দয়া
অভয় দেও মা ও অভয়া
দেও মা আমায় পদছায়া
শান্তি কর দান ॥

(১১৫)

তোমার চরণে লইনু শরণ
গো আনন্দময়ী মা !
ও গো বিশ্বপালিনী মা
শান্তিরূপিনী মা
মঙ্গলময়ী মা
স্নেহ-স্বরূপিনী মা !
সন্তান তরে স্নেহ সুধা ঝরে
ও গো প্রেমময়ী মা !!

নয়নে তোমার স্নিগ্ধ জ্যোতি
চরণে বিশ্ব রয়,
ওগো বিশ্ব রূপিনী মা
ত্রিগুণ ধারিনী মা
লীলা খেলাময়ী মা
অনন্ত রূপিনী মা !
ইচ্ছা রূপিনী করিছ আপনি
সৃজন পালন লয় !!

তুমি ত জননী নিখিল ধরনী
রেখেছ আপন কোলে
ও গো বিশ্ব জননী মা
প্রাণ স্বরূপিনী মা

[পঃ পূঃ দ্রঃ]

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)

অমৃতময়ী মা
সুখদা শুভদা মা !
তব সন্তানে রাখ কল্যাণে
স্নেহ-অঞ্চল তলে !!

রূপের আলোকে ভাতিছে পুলকে
তোমার অপার মহিমা ;
ও গো জ্যোতি রূপিনী মা
ভুবন মোহিনী মা
রিপু দলনী মা
দুর্গতি হরা মা
পরাভক্তি জ্ঞান শান্তি কর দান
গো আনন্দময়ী মা !!

বিভূতি অপার রহ নির্ব্বিকার
তুমি মা বিশ্বময়ী ;
ও গো ভুবন ব্যাপিনী মা
ব্রহ্ম রূপিনী মা
ত্রিগুণ-অতীতা মা
বরাভয় দায়িণী মা !
করুণা পরশে তরাও পরেশে
ও গো মা আনন্দময়ী !!

(১১৬)

ওমা দশভুজা আজি হ'বে পূজা
আঁধার হৃদয়ে মম
তব চরণ-আলোকে হেরিব পুলকে
মাতৃরূপ অনুপম।

দেহ-ঘট দিব সাজায়ে সমুখে
ভক্তি অশ্রু মোর ভরে' দিব বুকে
কর্ম-ফল মা গো শিরে দিব রেখে
জীবন পল্লব সম।

হৃদয়- শোনিতে পরাব সিন্দুর
আল্‌পনা দিব গানে
জ্ঞান-উপচারে পূজিব তোমারে
মা গো আত্মবলিদানে।

গুরুদত্ত মন্ত্র হবে মন্ত্র মোর
প্রণব-ঘণ্টা নিনাদিবে সুর
সাধন-সমরে অহমিকা-সুর
নাশিয়া ঘুচাব তমঃ।

তুমি মা হাসিবে আঁধার নাশিবে
উজল করিয়া প্রাণে
আমি ভেসে যাব আপনা হারাব
তোমার স্নেহের টানে।

এস এস প্রাণে তুমি পূর্ণজ্যোতি
দুর্গতি নাশিনী পরমা শকতি
এস মা অভয়া উমা হৈমবতী
নমো মাতঃ নমো নমঃ ।।

(১১৭)

(রামপ্রসাদী)

সবই মা গো তোমার মায়া!
তুমি ভাঙ্গ গড় বক্ষে ধর খেলা কর মহামায়া ॥
কখন হাসাও কখন কাঁদাও ভুলাও দিয়ে হাতে মোয়া।
করি' আত্মগোপন রচি স্বপন ছায়া দিয়া গড়্‌ছ কায়া ॥
এই 'আমি' 'আমার' সবই তোমার মায়ার খেলা মোহের ছায়া।
অনিত্যেতে নিত্য দেখাও মিথ্যায় সত্য শিব জায়া ॥
অষ্টপাশে মৃত্যুফাঁসে রাখ্‌লে বেঁধে যতেক কায়া।
হ'য়ে আপনি চেতন সব অচেতন রাখ্‌লে করে লীলালয়া ॥
যখন সবই মায়া সবই লীলা ভবের খেলা সকল ভূয়া।
তখন মায়া ঘুচাও পরেশে নাও প্রেমে ডুবাও বরাভয়া ॥

(১১৮)

এই ত মাগো এই ত তুমি
হৃদয়–মন্দিরে।
এই ত বাজে রনুঝুনু
চরণ-মঞ্জিরে ॥
এই ত তোমার পরশ মধুর
সকল তাপে করল মা দূর
এই ত তোমার আনন্দ-সুর
প্রাণে ঝঙ্কারে।

এই ত তোমার চরণ-আলো
আঁধার ঘরে দীপ জ্বালালো
এই ত সুবাস ছড়িয়ে গেল
উদাস সমীরে।

এই ত তুমি আমার ক্ষুধায়
ঢেলে দিলে স্নেহের সুধায়
নয়ন আমার যায় ভেসে যায়
আনন্দ-নীরে।
এই ত তুমি এসেছ মা
হৃদয়-মন্দিরে ॥

☆

[পঃ পৃঃ দ্রঃ]

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)

এই ত মা গো এই ত তুমি
সকল থানেতে।
এই ত তুমি বিরাজ কর
সকল প্রাণেতে ॥
এই ত ফুলে তোমার হাসি
মেঘের কোলে অলক রাশি
ঊষায় আগমনীর বাঁশী
বিহগ-গানেতে।

এই ত সুনীল গগন-থালে
তপন শশী তারার দলে
আরতির প্রদীপ জ্বলে স্তুতির তানেতে।
এই ত আছ বিশ্বজোড়া
দেখি না যে তোমায় ছাড়া
মা গো এবার পড়লে ধরা
আমার ধ্যানেতে।
এই ত তুমি ভিতর বাহির
সকল থানেতে॥

(১১৯)

আমার হৃদয়-পদ্ম-ফুল
ফুট্‌ল মাগো এবার রাখ
চরণ রাতুল ॥

তুমি মাগো ভোমরা সম
গুঞ্জনে প্রাণ জুড়াও মম
পরশ বুলাও অনুপম
দাও করে সব ভুল।

এস আমার প্রীতির পরাগ
পরায়ে দিই পায়,
পরাণ পাপ্‌ড়ি দীপে করি
আরতি তোমায়।—
রাখি গানের গন্ধে বুকের
মধুতে মশ্‌গুল ॥

যখন বেলাশেষে আঁধার
নাম্‌বে, আঁখি মুদ্‌বে আমার
বক্ষে চেপে তোমায় নিয়ে
ঢুল্‌ব ঢুঢুল্‌ ঢুল্‌।—
প্রেম সায়রের দোলায় দোলায়
আনন্দে বিভোল ॥

(১২০)

কবে আর দেখা পাব মা!
দিন ত ফুরাল আলো নিভে এল
দরশন আজও হ'ল না।

পথ চেয়ে রই মাগো তুমি কই
এ বিরহ দহন আর কত সই
জানিনা ত কিছু মাগো তোমা বই
তাই মনে বই ভাবনা।

কৃপা চেয়ে চেয়ে ধন জন পেয়ে
এ সংসারের দায় মিটায়ে মিটায়ে
যেতে হ'বে ফিরে শূণ্য ঝোলা নিয়ে
বুকে ব'য়ে বিফল বাসনা।

ভক্তি মোর নাই জ্ঞান ও কিছু নাই
কর্মে প্রবৃত্তি আর মা গো নাই
বল বুদ্ধি ভরসা খুজে নাহি পাই
আছ এক শুধু তুমি মা।

দিলে মোরে প্রাণ তাই আছি বাঁচি
দিলে অন্নজল তাই খেয়ে আছি
অযাচিত কত মমতা পেয়েছি
শুধু দেখা কেন দিলে না?

প্রাণ ভরে মা গো আমি তোমায় ডাকি
আকুল হয়ে তোমার পথ চেয়ে থাকি
আমার যে আর দিন নেই বাকী
তোমার কোলে কবে যাব মা!!

(১২১)

আমি পাছে ভুল পথে
যাই হারায়ে
মা কি তুমি কাছে থেকে
দেখ দাঁড়ায়ে ?

আমি শিশু গুটি গুটি পা দুটি ফেলে'
তব পানে যাই আধ 'মা''ওমা' বলে'
কত যে আছাড় খেয়ে বাহু বাড়ায়ে;
নিজে যেতে পারি কিনা
দেখ দাঁড়ায়ে ?

এ ভব সাগরে খাই হাবুডুবু
সাঁতারে ও কূল মাগো পাইনে কভু
তবু তুমি নাহি দেও মোরে তরায়ে;
নিজে পার হই কিনা
দেখ দাঁড়ায়ে ?

অশান্ত আমি তাই বাঁধিয়া পায়ে
রেখেছ আমারে ভবে অয়ি নিদয়ে
কেঁদে কেঁদে ডেকে তোমায় পড়ি ঘুমায়ে;
নিজে শান্ত হই কিনা
দেখ দাঁড়ায়ে ?

[পঃ পূঃ ব্রঃ]

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

এমনি ত গেল মোর সারাটী বেলা
শেষ হ'য়ে গেছে মোর দিনের খেলা
তবু তুমি নাহি নেও ধূলি মুছায়ে;
নিজে শুচি হই কিনা
দেখ দাঁড়ায়ে ?

এত ত দেখিলে কিছু হ'ল না আমার
তাই সঁপে দিনু মোরে চরণে তোমার
আজও কেন রেখেছ মা মোরে সরায়ে,
আর কত দেখিবে মা
দূরে দাঁড়ায়ে ?

(১২২)

আমার এই দুখের তরী বেয়ে এলাম
জীবন সায়রে
মা গো তুমি বারে বারে
কাঁদালে মোরে!

ভেবেছিলাম দুখের শেষে
তোমার কোলেই পৌছব এসে
তাই ত এ দুখ নিলাম হেসে
বরণ করে!

তুমি আমার ধ্রুবতারা
চরণ আলো চেয়ে
তোমার পানে দিক রেখে ঠিক
এলাম তরী বেয়ে।

আস্‌ছে শমন কালবৈশাখী
কেমনে এবার তরী রাখি,
ডুবাবে মা আমায় নাকি
এনে কিনারে?

দুখের সাগর বেড়েই চলে
মোর আখি জলে
আজও তরী ভিড়ল না হায়
ঐ চরণ-মূলে।

আমার অশ্রু আমার বেদন
দুখের পূজায় দিই নিবেদন
বাড়িয়ে দেও মা একটু চরণ
তরাও এবারে।
আর আমায় মা কাঁদা'য়ো না
এমন করে'॥

(১২৩)

ভাবি মা গো সদা তোমা প্রাণ ভরে ডাকি,
দিন গুলি হায় মোরে দিয়ে যায় ফাঁকি।

ভোরে ভাবি এইবার ডাকিব তোমায়
দেখি হায় বেলা যায় হেলায় খেলায়
নিশিতে ডাকিব ভাবি নিদে কেটে যায়
দিন আসে দিন যায় আমি চেয়ে দেখি।—
দিন গুলি হায় মোরে দিয়ে যায় ফাঁকি॥

উদ্ধার কর ব'লে কত না চেচাই,
ব্যাকুলতা আছে, কই সাধন ত নাই ;
তাই মাগো তোমা হ'তে সাড়া নাহি পাই
মুখ পানে চেয়ে রই ছল ছল আঁখি !—
দিন গুলি যায় চলে' দিয়ে যায় ফাঁকি॥

পূজা আসে—পূজা হ'বে—এসে গেল পূজা
মনে সাধ ভাল ক'রে ভজি দশভুজা ;
(হল) ধুমধাম উৎসব হাসি খেলা মজা,
চারিদিকে হৈচৈ শুধু হাঁকাহাঁকি !—
পূজা এল--পূজা গেল—দিয়ে গেল ফাঁকি॥

এই ভাবে দিন আসে দিন চলে যায়
ব্যথা ভরা দিন গুলি বসে গুনি হায়
কোথা হতে এসে তারা কোথায় মিলায় !
একদিন শেষ দিন এসে যাবে নাকি ?
খাঁচা ছেড়ে যাবে উড়ে মোর প্রাণ পাখী ?

ঢেউ আসে ঢেউ যায় সাগরের জলে,
ভাবি আমি করি স্নান ঢেউ থেমে গেলে
তাই মাগো যত দুখ আমার কপালে
নিশিদিন মন-মরা হয়ে আমি থাকি ।—
ডাকিবার ফাঁক খুজি পাই শুধু ফাঁকি ॥

এই ফাঁকে হায় মোর দিন যে ফুরায়
আশা-হত হ'য়ে শুধু করি হায় হায় !
মিছে ভেবে লাভ নাই ; ঐ রাঙ্গা পায়
সঁপিলাম প্রাণমন ছেড়ে ডাকাডাকি !—
দেখি মোর দিন গুলি কোথা দেয় ফাঁকি ॥

(১২৪)

মা তোমার চরণ তরী খেয়া নিয়া
ও পারেতে যায়
তাই মা আমার ডিঙ্গা এবার
বেঁধে দিলাম তায়।

আমি যে আর বাইতে নারি
সন্ধ্যা নামার নাইক দেরী
তাই মা আমায় দিলাম ছাড়ি'
তোমার রাঙ্গা পায়;
আমার ডিঙ্গা বেঁধে দিলাম
তোমার খেয়ার নায়॥

গাঙ্ যদি মা নাচায় ডিঙ্গা
যদিই উঠে ঝড়
বাঁধন দড়ি শক্ত করি'
ধরব, যাবে ডর।

কখন মোরে পারে নিবে
মরব না আর এ সব ভেবে
জানি মাগো নিবেই নিবে
পার ক'বে আমায়;
আপন ছেলে পথে ফেলে
যায় না কভু মায়॥

(১২৫)

তোমার চরণ-আলোর পথে
আমি হ'ব পার ;
মা গো, আমার পথের খবর
পেয়েছি এবার।

আলোর রশ্মি যে পথ দেখায়
ধরা দিতে নামে ধরায়
সে পথ আজি ডাকে আমায়
ঐ যে অনিবার।

জীর্ণ বাসটি হেথায় রেখে
আলোতে স্নান করি'
আলোর স্বপন চোখে মেখে
আলোর বসন পরি'

যাব যেথায় আলোর মালা
কোটী রবিশশী জ্বালা
তোমার দ্যুতির অপার খেলা
বিশ্ব একাকার!
তাই ও চরণ-আলোর পথে
আমার অভিসার॥

(১২৬)

(রামপ্রসাদী)

মা
এই ভবে সব কথার কথা!
একবার দেখা দে মা দেখব তখন
তুই কোথা আর আমি কোথা!
এ ভবের খেলায় সব ঘুঁটি তোর
কেবা পিতা আর কেবা মাতা
তুই আপন খেলায় আপনি আছিস্
আর কারও নাই মাথা ব্যথা।
তুই কখনও কালী কখনও কালা
শিব রাম আবার রাধা সীতা
কত রূপের ছলা লীলা খেলা
অনন্ত তোর কীর্ত্তি গাথা।
তুই মা শক্তি জ্ঞান ভক্তি
বেদ বেদান্ত চণ্ডী গীতা
ভজন পূজন যতেক সাধন
গুরু হেথা ব্রহ্ম হোথা।
সাপ হ'য়ে তোরই পায়ে কাটিস্
(আবার) ওঝা হ'য়ে ঝারিস্ ব্যথা

তোর রকম সকম অনেক রকম
কখনও যম কখনও মিতা।
তোরই হাসি তোরই কান্না
প্রেম রতি রস ভাবুকতা
তুইই নাচিস্ গাহিস্ বিলাস করিস্
তুই ছাড়া সব কথা বৃথা।
পরেশ কয় মা তুই সকলই
এই বিশ্ব-রূপে প্রকাশিতা
খেলা যখন ভাঙ্গবি তখন
তুইও যা' মা আমিও তা'॥

(১২৭)

খুঁজি তোমায় সারা ভুবন
ব্যাকুল হ'য়ে
চেয়ে দেখি মা গো আমার
আছ হৃদয়ে।

এই যে বিশ্বে রূপের রাশি
চাঁদের কিরণ ফুলের হাসি,
সবার মাঝে দিবানিশি
আছ লুকিয়ে ;—
চেয়ে দেখি প্রকাশ হ'য়ে
আছ হৃদয়ে।

মন্দিরে যাই দেখব ব'লে
তোমার মূরতি
দেখি তুমি আছ হিয়ায়
অপার-জ্যোতি।

এই ভাবে মা সকল খানে
থাক সবার প্রাণে প্রাণে,
আমার পূজায় আমার গানে
সকল সময়ে।—
তোমায় দেখি আছ বলে'
আমার হৃদয়ে ॥

(১২৮)

মা, তোমার এই দরশন মোর
পরম মুহূর্ত্ত।
তোমার চরণ-পরশ পেলাম
সে যে অমর্ত্য।

ধন্য হ'ল দুটি আঁখি
আনন্দেতে ডুবে থাকি
জীবন আমার করে রাখি
পরম পবিত্র।

শান্তিধারা বইল প্রাণে
ঘুচ্‌ল বেদনা,
হায় কেন এ শুভক্ষণে
পরাণ গেল না!

প্রতিটী ক্ষণ জননি মোর
কবে হ'বে এম্‌নি মধুর
দাও দরশন জীবন-ভোর
দিব্য অমূর্ত।
মধুর হ'তে মধুর হোক্ মোর
প্রতি মুহূর্ত্ত॥

(১২৯)

লও নমস্কার মা গো আমার
লও মা নমস্কার !
নমস্কারে পায়ে সঁপিলাম
যা কিছু আমার !!

প্রদক্ষিণ মা করি তোমায়
জুড়ি' দুই হাত পরম শ্রদ্ধায়
প্রতি পদে এ প্রাণ জানায়
প্রণাম বারংবার !

হাজার হাজার মোর নমস্কার
রাখি চরণ তলে,
দিলাম আত্মবলিদান মা
নমস্কারের ছলে।

ফুল যেমন পায় তোমার চরণ
মোর প্রণাম পা'ক তেম্‌নি শরণ,
নমস্কারে এ মোর জীবন
ধন্য হো'ক এবার;
চিরদিন থাক্ পায়ে তোমার
মোর এ অধিকার !—
লও মা নমস্কার !!

শেষ

সাধ ও সাধনা

শ্রীপরেশ নাথ মুখোপাধ্যায় রচিত

হৃদয়–নিঃসৃত অনবদ্য ভক্তিজ্ঞানমূলক কাব্যরসস্নিগ্ধ সঙ্গীত ও মধুর ভাব গম্ভীর কবিতার অঞ্জলি।

বহু পত্র–পত্রিকা, গুণীজ্ঞানী, জনগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত ও সমাদৃত। "যুগান্তর" (৩রা বৈশাখ, ১৩৭৯) বলেন—"প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থের কবিতা সঙ্গীত-ধর্ম্মী এর মাঝে আছে অন্তরের আকুতি আর নিজেকে সেই অন্তর পুরুষের কাছে উৎসর্গ করার সুর। রামপ্রসাদী সঙ্গীতের আর গীতাঞ্জলির আত্মনিবেদনের লিরিক গাথার সুরের অনুপ্রেরণা আছে এর কথার মালায়। এ ধরণের বইয়ের মধ্যে যে আবেগ ও অনুপ্রেরণা আছে তা' পাঠকমনে শুচিশুভ্র সাধ ও সাধনার প্রেরণাই যোগাবে। বইখানি আদৃত হ'বার যোগ্য।"

প্রখ্যাত সাহিত্য রসিক ও বিদগ্ধ লেখক অবসর প্রাপ্ত একাউন্‌টেন্‌ট জেনারেল শ্রীযুক্ত সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

"শ্রদ্ধেয় পরেশবাবু, আপনার সাধ ও সাধনা" বইখানি ভালো করে পড়লাম। স্বচ্ছ সরল সহজ আকুতিভরা এই স্বতঃউৎসারিত গীতি-কবিতাগুলি (আমি এই গুলিকে এই আখ্যাই দিতে চাই) আমাকে মুগ্ধ করেছে—এ যেন গীতাঞ্জলি গীতালি গীতিমাল্যের ও নৈবেদ্যের ভাষা। শুধু প্রভেদ এই যে আপনি যে মহদাশ্রয় পেয়েছেন (মাতা আনন্দময়ীর) তারও অভিব্যক্তি রয়েছে এখানে।

...... আপনি একটি শক্ত খুঁটি ধরেছেন।

'আমি এই আমার মাঝে/আছি মজে/যেন আত্মারাম।" এইতো সাধনা। 'মধুর হ'তে মধুর হোক্/প্রতি মুহূর্ত্ত।' এই প্রার্থনা চিরন্তনী।......

.. ..আপনি সেই অমৃতকণা পেয়েছেন তাই আপনার সাধ সাধনায় মিশেছে—সাধ্য হয়েছে। আপনাকে ধন্যবাদ .... ।"

চিরকুমার সন্ন্যাসী মহাত্মা শ্রীশ্রীনারায়ণানন্দ তীর্থ (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম, বারানসী) এর অভিমত—"শ্রীপরেশ নাথ মুখোপাধ্যায়ের রচিত "সাধ ও সাধনা" আদ্যন্ত পাঠ করিলাম। বৃদ্ধাবস্থায় একজন প্রকৃত সাধকের মনে যে সকল আকুতি স্বভাবতঃ উত্থিত হয় সেই গুলিকে সহজ কথায়, সরল ভাষায় ও সাবলীল ছন্দে সুন্দর ভাবে রূপ দেওয়া হইয়াছে। মরমিয়া ভাবুকের ভাব সংযোগে ইহা পাঠ করিলে আনন্দ পাওয়া যায়। ইহার বহুল প্রচারে জগতের কল্যাণ হইবে।

ভক্ত প্রবর বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত ডি, এন, সরকার বলেন—"আপনার সমস্ত জীবনের বহু কষ্টে লভ্য অনুভূতি প্রকাশ করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ হইয়াছে। কোন্ কবিতা ছাড়িয়া কোন্ কবিতা পড়িব স্থির করিতে পারি না। গীতা যেমন প্রতিদিন পাঠ করি সেই রূপ প্রতিদিন .....পড়িতেছি। ......এক কথায় বলিতে পারি এই সোনার খনিটী .....কঠিন সাধনা দ্বারা আপনি আবিষ্কার করিয়াছেন।

এরূপ আরও অনেকে জানাইতেছেন।

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীজ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায়
৬০।৭এ, মহারাজ ঠাকুর রোড
ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৩১

১) মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রিট্
কলেজ স্কোয়ার, কলি-১২

২) অশোক বুক সেণ্টার
"যশোদা ভবন"
গড়িয়াহাট জংশন
কলিকাতা-১৯

মূল্য ৩্
(প্রাপ্ত অর্থ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর সেবার্থ উৎসৃষ্ঠ)